খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪২ ◆ ২৪ - ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরা সবাই

জীবনরাজ: খ্রিস্ট যিশু

নিজেকে বদলাও পৃথিবী বদলে যাবে

মরতে আমাদের হবেই, তা-ই চিরন্তন সত্য

আমাদের পিতৃপুরুষেরা শায়িত আছেন যেথায়

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে – ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার, দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৫, (Bible Diary - 2025), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিস পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৪২
২৪ নভেম্বর - ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০৯ অগ্রহায়ণ - ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নম্রতায় ও সেবাতে খ্রিস্টরাজার সাথে পথ চলি একসাথে

খ্রিস্টমণ্ডলীতে যিশুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করে খ্রিস্টানদের উপাসনা বর্ষের সাধারণ কালের শেষ রবিবারে খ্রিস্টরাজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। বাইবেলে বর্ণিত যিশুর বংশাবলিতে দেখা যায়, রাজা দাউদের বংশধর যিশু। সঙ্গত কারণেই তিনি রাজা। কিন্তু যিশু খ্রিস্ট রাজা তবে পার্থিব জগতের মানদণ্ডে নয়। ক্ষমতা, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, শাসন-শোষনের কোন স্থান নেই তাঁর রাজত্বে। তাঁর রাজত্ব পরিপূর্ণ দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমে। তাঁর রাজত্ব সকলের জন্য উন্মুক্ত অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক। সকলেই তাঁর রাজত্বের অংশ হতে পারে। যদি দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেম চর্চা করে।

যিশু বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের হৃদয়ের রাজা। সর্বাবস্থায় মানুষের মঙ্গল সাধন করার মধ্যদিয়ে যিশু মানুষের হৃদয়ের রাজা হয়েছেন। পার্থিব রাজাদের মতো যিশুর ছিল না ভোগ-বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় জীবন-যাপন কিন্তু ছিল ত্যাগময় সাধারণ জীবন যার মধ্যদিয়ে তিনি হয়েছেন সবার আপন। নম্র হয়ে সেবার মধ্যদিয়েই যিশু জয় করেছেন মানুষের হৃদয়; হয়েছেন হৃদয়রাজ। এই ব্যতিক্রমী রাজার সাথে মিলতে হলে রাজার মত নম্র, বিনয়ী, ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হতে হবে। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যেতে হবে এবং যারা পিছিয়ে ও দূরে আছে তাদেরকে কাছে নিতে হবে।

দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশু খ্রিস্টের পালকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা লাভ করে। আর প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এ ভূমিকাগুলো পালন করতে পারেন। রাজকীয় ভূমিকা পালনের অর্থ হলো পরিচালনা দান করা। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজ পরিবারকে পরিচালনা করেন, পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম, সমাজ ও ধর্মপল্লী। এই পরিচালনার সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীকে অবশ্যই খ্রিস্টের মনোভাব নিয়ে অর্থাৎ 'সেবা পেতে নয় সেবা দিতে' এগিয়ে যেতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায়, অনেকেই নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন এবং নতুন নতুন নেতা সৃষ্টি হয়। যারা নেতা হতে চান তাদেরকে যেমনি সচেতন হতে হবে তাদের মনোভাবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তেমনি যারা নেতা নির্বাচন করবেন তাদেরকেও সচেতন হতে হবে। দল ও বোতলবাজিতে বিবেক বিসর্জন না দিয়ে সমাজের জন্য যারা ত্যাগস্বীকার ও মঙ্গল আনয়নে সক্ষম সে ধরণের ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করতে হবে। বিজয়ী হবার জন্য পারস্পরিক কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি ও মানহানিকর কর্থাবার্তা, সম্পর্ক বিনষ্টকারী কাজকর্ম পরিত্যাগ করা একান্তই কাম্য। যারা এ ধরণের কাজগুলোতে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবে তারা নেতৃত্বে না আসলেই সমাজের জন্য কল্যাণকর। নম্র হয়ে মানুষের সেবা করার সক্ষমতা আমাদের সকলের রয়েছে। কেননা আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নম্রতা ও সেবার রাজা যিশুর অনুসারী। আমাদেরকে নম্র হতে ও সেবার কাজে বিশ্বস্ত হতে তিনিই আমাদেরকে সহায়তা করেন।

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা সকলেই যিশুর প্রেমের ও সেবার রাজ্যের সদস্য-সদস্যা হয়েছি। যারা তাঁর রাজত্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে পারব। খ্রিস্টরাজার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা সবাই রাজা হতে আহূত। রাজার সঙ্গে মিলতে হলে রাজার মত নম্র, বিনয়ী হতে হবে। রাজা ও প্রজায় মিলেই খ্রিস্টের এক দেহ। তাই খ্রিস্টরাজার সমস্ত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করি। তাঁর যোগ্য প্রজা হতে হলে, নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে হতে হবে সেবক, হতে হবে শিশুর মত সহজ-সরল। খ্রিস্টরাজা প্রত্যেকজন বিশ্বাসীভক্তকে নম্র হতে ও সেবা করতে আশীর্বাদ করুন। †

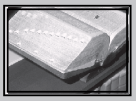

যীশু উত্তর দিলেন, 'আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু না আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।' *(যোহন ১৮: ৩৩-৩৭)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

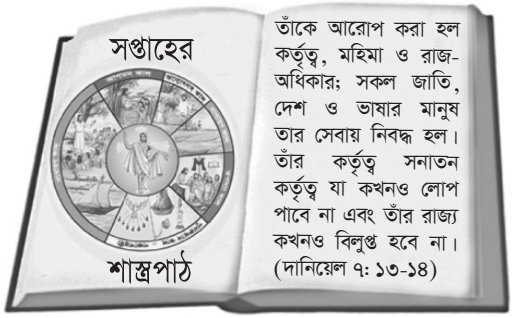

তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার; সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তার সেবায় নিবদ্ধ হল। তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব যা কখনও লোপ পাবে না এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না। (দানিয়েল ৭: ১৩-১৪)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২৪ নভেম্বর - ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৪ নভেম্বর, রবিবার
রাজাধিরাজ খ্রীষ্টরাজার মহাপর্ব
দানি ৭: ১৩-১৪, সাম ৯৩: ১কখ, ১গ-২, ৫, প্রত্যা ১: ৫-৮, যোহন ১৮: ৩৩-৩৭

২৫ নভেম্বর, সোমবার
আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সাধ্বী কাথারিনা, *চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর*
প্রত্যা ১৪: ১-৫, সাম ২৪: ১-৬, লুক ২১: ১-৪

২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার
প্রত্যা ১৪: ১৪-১৯, সাম ৯৬: ১০-১৩, লুক ২১: ৫-১১

২৭ নভেম্বর, বুধবার
প্রত্যা ১৫: ১-৪, সাম ৯৮: ১-৩, ৭-৯, লুক ২১: ১২-১৯

২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
প্রত্যা ১৮: ১-২, ২১-২৩, ১৯: ১-৩, ৯ক, সাম ১০০: ১-৫, লুক ২১: ২০-২৮

২৯ নভেম্বর, শুক্রবার
প্রত্যা ২০: ১-৪, ১১–২১: ২, সাম ৮৪: ২-৫, ৭, লুক ২১: ২৯-৩৩

৩০ নভেম্বর, শনিবার
প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয়, *পর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান থেকে:
রোম ১০: ৯-১৮, সাম ১৮: ২-৫, মথি ৪: ১৮-২২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৪ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৪৩ ফা. মাইকেল ম্যানগ্যান, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ সি. এম. জন ফ্রান্সিস, পিসিপিএ (ময়মনঃ)
+ ১৯৭৯ বিশপ আম্ব্রোজো গালবিয়াতি, পিমে (দিনাজপুর)

২৫ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৯২ ফা. এলিয়াস রিবেরু (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফা. মরিস ডি'ক্রুশ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ২০০৫ ফা. সিল্‌ভানো জেন্নারি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সি. মেরী রীটা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৯৯ ফা. সেবাস্তিনো তেদেস্কো, এসএক্স (চট্টগ্রাম)

২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৭ ফা. ডমিনিক ডি' রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফা. আব্রাহাম গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১২ ফা. এঞ্জো কর্বা, পিমে (দিনাজপুর)

২৯ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ সি. মেরী আলমা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৭৫ সি. মেরী মিরিয়াম, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৩০ নভেম্বর, শনিবার
+ ২০১৮ সি. মেরী ক্যান্ডিডা, আরএনডিএ

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

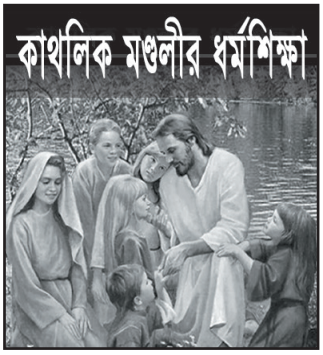

১৮৬৩ লঘু পাপ ভালবাসাকে দুর্বল করে ফেলে। এর দ্বারা সৃষ্টি বস্তুর প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণ প্রকাশ পায়। এটি আত্মার উন্নতিকল্পে সদ্‌গুণসমূহের অনুশীলনে ও নৈতিক মঙ্গলের সাধনায় বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে ক্ষণস্থায়ী শাস্তি লাভে যোগ্য হয়। স্বেচ্ছাকৃত ও অনুতাপবিহীন লঘু পাপ ধীরে ধীরে আমাদের মারাত্মক পাপের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু লঘু পাপ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সন্ধি ভঙ্গ করে না। ঐশ অনুগ্রহের শক্তিতে ক্ষতিপূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। "লঘু পাপ পাপীকে পবিত্রকারী অনুগ্রহ, ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, তথা শাশ্বত সুখ থেকে বঞ্চিত করে না।

যতদিন মানুষ মাংসের দেহে বাস করে, ততদিন তার অন্ততঃ লঘু বা হালকা পাপ না করে উপায় থাকে না। কিন্তু এগুলোকে 'লঘু' বলছি বলে আবার অবজ্ঞা করো না; ওজন দিয়ে এগুলোকে তুমি হালকা বলে ধরতে পার, কিন্তু যদি আবার এগুলোর সংখ্যা গণনা কর তবে তুমি আতঙ্কিত হবে। অনেকগুলো হালকা জিনিস মিলেই তো বিরাট একটা স্তূপ হয়ে যায়; বিন্দু বিন্দু জল দিয়েই তো একটা নদী ভরে ওঠে; এবং অনেকগুলো শষ্যদানা মিলেই বিরাট একটা শষ্য-স্তূপ করে ফেলে। তবে আমাদের ভরসাই বা কী? সর্বোপরি পাপস্বীকার....।

১৮৬৪ "এ জন্যেই আমি আপনাদের বলছি, মানুষের যে কোন পাপ ও ঈশ্বর-নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মা-নিন্দার ক্ষমা হবে না। ঈশ্বরের দয়ার কোন সীমা নেই, কিন্তু অনুতাপের মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তি তাঁর অনুগ্রহ করতেই অস্বীকার করে। হৃদয়ের এরূপ কাঠিন্য চালিত করতে পারে সেই চরম অনুতাপশূন্যতা ও চিরকালীন ধ্বংসের পথে।

পাপের বৃদ্ধি

১৮৬৫ পাপ আরও পাপপ্রবণতা সৃষ্টি করে। পুনঃপুনঃ একই পাপকর্ম রিপুর জন্ম দেয়। এর ফলে বহু কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হয় যা বিবেককে মেঘাচ্ছন্ন করে এবং বাস্তবক্ষেত্রে ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা স্তিমিত করে। এরূপে পাপ নিজেই পাপের জন্ম দেয় ও পাপকে শক্তিশালী করে তোলে। তবে মানুষের নীতিবোধকে সমূলে নষ্ট করতে পারে না।

১৮৬৬ রিপুসমূহ কোন কোন সদ্‌গুণের বিরোধিতা করে তা যাচাই ক'রে পাপের শ্রেণীভাগ করা যায়, এবং তা মুখ্য পাপের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। সাধু জন কাসিয়ান ও মহান সাধু গ্রেগরির অনুসরণে, খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতার জোরে, এই মুখ্য পাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। এই পাপগুলোকে "মুখ্য" বলা হয় এই কারণে যে, তারা অন্যান্য আরও পাপ বা কুপ্রভৃত্তির জন্ম দিয়ে থাকে। সেগুলো হল: অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ, কামুকতা, পেটুকতা, ও আলস্য বা আত্মিক অলসতা।

১৮৬৭ ধর্মশিক্ষাদানের ঐতিহ্যও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, "এমন পাপ আছে যা ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করছে": আবেলের রক্ত, সদোমবাসীদের পাপ মিসরে নির্যাতিত জনগণের আর্তনাদ, বিজাতি, বিধবা ও অনাথের কান্না, শ্রমজীবী মজুরের প্রতি অন্যায়।

১৮৬৮ পাপ একটি ব্যক্তিগত ক্রিয়া। কিন্তু অন্যদের কৃত পাপের জন্য আমরাও দায়ী হতে পারি, যখন আমরা সেই পাপের সহযোগিতা করি;

– অন্যের পাপে সরাসরি ও স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে;

- পাপ করার আদেশ বা পরামর্শ দিয়ে, পাপের প্রশংসা ক'রে বা অনুমোদন দিয়ে;

- পাপের কথা গোপন রেখে বা পাপকে বাধা না দিয়ে, যখন তা করা আমাদের কর্তব্য;

- পাপচারীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে।

ফাদার পলাশ হেনরী গমেজ, এস.এক্স.

সাধারণকালের ৩৪তম রবিবার

১ম পাঠ: দানিয়েল: ৭:১৩-১৪

২য় পাঠ: প্রত্যাদেশ: ১:৫-৮

মঙ্গলসমাচার: যোহন: ১৮:৩৩-৩৭

মণ্ডলীর উপাসনা বর্ষ ৩৩ সপ্তাহের কালচক্র নিয়ে গঠিত যা যিশুর পার্থিব জীবনের ৩৩ বছর বয়সের হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমরা জানি যে যিশুর পরিত্রাণ কর্ম ক্রুশেই শেষ হয় না, বরং তা পুনরুত্থানের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়, চিরকাল চলতে থাকে। তাই উপাসনা বর্ষের সাধারণকাল ৩৩ সপ্তাহের কালচক্র শেষ হয় না বরং তা আরেকটি মহাপর্ব খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব (৩৪তম রবিবার) দিয়ে যার সমাপ্তি টানা হয়? এখানে মনে রাখা শ্রেয় যে আমাদের মণ্ডলীর পূজনবর্ষের সাধারণকাল যেমন শুরু হয় যিশুর আত্মপ্রকাশ পর্ব- তিন পণ্ডিত(রাজার) আনুগত্যের মাধ্যমে খ্রিস্টকে মহারাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে, তেমনি পূজনবর্ষের সাধারণকাল শেষ হয় যিশু খ্রিস্টকে মহারাজা হিসাবে স্বীকার বা ঘোষণার মাধ্যমে।

আমরা সাধারণত একজন রাজাকে জানি যার জন্ম হয় রাজপ্রাসাদে এবং যার একটি নির্দিষ্ট রাজ্য থাকে, যিনি মাথায় স্বর্ণখচিত রাজমুকুট ধারণ করেন, যার একটি রাজদণ্ড থাকে- যা তার ক্ষমতার প্রতীক- যার মাধ্যমে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন, যিনি একটি দামী সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন এবং প্রজাদের বিচার করেন, যিনি সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত একটি রাজমহলে থাকেন।

কিন্তু আমাদের রাজা খ্রিস্টও রাজা, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রাজা- যিনি জাগতিক রাজাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর জন্ম হয় রাজপ্রাসাদে নয় বরং একটি গোশালায়- সর্বনিম্ন জায়গা- যা নম্রতার প্রতীক। একজন জাগতিক রাজার যেমন নির্দিষ্ট রাজ্য আছে, আমাদের রাজার রাজ্য আছে ঠিকই, কিন্তু তার রাজ্যের কোন সীমা নেই, শেষ নেই, সমস্ত পৃথিবীটাই তার রাজ্য। অন্য রাজার মত তার মাথায় স্বর্ণখচিত রাজমুকুটের পরিবর্তে আছে কাঁটার মুকুট, যার মাধ্যমে তিনি সকল মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনাহার নিজ মস্তকে বহন করেন। অন্য রাজার মত তার হাতে রাজদণ্ড নয় বরং হাতে দেওয়া হয়েছিল নলডাঁটা (মথি ২৭:২৯), যা সাধারণত রাখালরা ব্যবহার করত মেষ চরানোর জন্য, তাই আমাদের রাজা প্রতিটি মেষ-মানুষকে সবুজ চারণভূমির দিকে-শাশ্বত জীবন পথের দিকে পরিচালনা করেন। অন্য সব জাগতিক রাজার মত আমাদের এই রাজার কিন্তু দামী সিংহাসন নেই, কারণ তার সিংহাসন উপরে ঝুলন্ত সেই ক্রুশ- যেখান থেকে তিনি সবাইকে ক্ষমা করে পিতার প্রেমময় আলিঙ্গনে ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর বিচার বা শাসন করার মূলমন্ত্র একটাই "ভালোবাসা"। আমাদের এই রাজাকে প্রজারা সেবা করেন না বরং তিনি নিজে তার শিষ্যদের পা ধুয়ে-সেবার মহান আদর্শ রেখে গেছেন। তিনি সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন নি, বরং নিজে স্বেচ্ছায় ভালোবাসার তরে নিজের জীবন বিসর্জন দেন- যাতে তার প্রজারা নতুন জীবন লাভ করতে পারে।

তাই খ্রিস্টরাজার এই পর্বদিন আমরা প্রাণভরে উদ্‌যাপন করার সময় আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি যে খ্রিস্ট আমাদের জীবন ও পরিত্রাণের রাজা, যিনি ভালোবাসা, ক্ষমা ও সেবা দেবার রাজা, যিনি আলফা ও ওমেগা- সবকিছুর শুরু ও শেষ। তিনি আমাদের প্রভু, একদিন এ জীবনযাত্রার শেষে আমরা সবাই তাঁর মুখোমুখি হব- সেদিন তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে অনুনয় করবেন। আমরা যদি সত্যিই খ্রিস্ট রাজার শিষ্য হতে চাই বা শিষ্য হয়ে জীবনযাপন করতে চাই তাহলে তা একটাই পথ আমাদের অবলম্বন করতে শেখায়- তা হলো-খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে- ভালোবাসা, ক্ষমা ও সেবা দানের ভিত্তিতে জীবনযাপন করা। তা না হলে বৃথাই হবে আমাদের উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ও স্বীকার করা 'খ্রিস্টরাজার জয় হোক যুগে যুগান্তরে'।

তাই আসুন খ্রিস্টরাজার এই পর্বদিনে একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করি- আমরা কি সত্যিই খ্রিস্টরাজাকে আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করতে দেই নাকি মিসার পর গির্জার ভিতর রেখে দিয়ে আসি? আমরা কি খ্রিস্টরাজার শিক্ষা-সুসমাচারের মূল্যবোধের জীবনযাপন করছি? আমরা কি জানি যে তিনি একজন ভিন্ন ধরনের রাজা, যিনি আত্মপ্রকাশ, শক্তি ও আধিপত্যের অধিকারী নন, কিন্তু নিজেকে তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমনকি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁকে সব-কিছুর ওপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম.. (ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১০)।

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য **খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর** পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দেখতে দেখতে আমরা ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ শেষ করে নতুন বছর ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ শুরু করতে যাচ্ছি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যেই বড়দিন সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েই সাজানো হচ্ছে বড়দিন সংখ্যা। **আর প্রতিবেশীর পরবর্তী সংখ্যাটি (৪৩ সংখ্যা) হবে এ বছরের জন্য সাধারণ শেষ সংখ্যা।** আপনার গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে বড়দিন সংখ্যাটি বুঝে নিন।

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরা সবাই রাজা-রাণী

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

১। তুমি কি রাজা?

পিলাতের রাজ দরবারে যিশুর বিচারের সময় পিলাত যিশুকে প্রশ্ন করেন: "তুমি কি রাজা?" পিলাতের প্রশ্নের উত্তরে যিশু সত্য কথা বলতে মোটেই ভয় পাননি। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি একজন রাজা। তাই তিনি বলেছিলেন: "হ্যাঁ, আমি রাজা!" পিলাত রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন- এই যুবক ছেলে, যার কোন রাজ-সিংহাসন নেই, রাজকীয় ভূষণ নেই, সৈন্যবাহিনী নেই, রাজ্য নেই, সে আবার কেমন রাজা! তাহলে সে কি আমার রাজ্যে কোন বিপদ ঘটাবে নাকি, সিংহাসন দখল করবে নাকি? পিলাত স্বগতোক্তি করে বলে ওঠেন: "তাহলে তুমি রাজা?" যিশু পিলাতকে অভয় দিয়ে, তার মনোদ্বন্দ্বের অবসান ঘুঁচাতে স্পষ্টতই বলেন: "আমার রাজ্য এই জগতের নয়।" পিলাতের মত আমরা সবাই জানতে সচেষ্ট হতে পারি যে, যিশুর রাজ্য তাহলে কোথায়?

২। রাজা ও রাজত্ব

রাজা কে? যিনি অন্যের উপর প্রভুত্ব করেন, শাসন কায়েম করেন, বল-শক্তি প্রয়োগ করেন, তিনিই রাজা বা রাণী। সেই অর্থে যিশু মোটেই একজন রাজা নন, যেমনটি ছিলেন পিলাত, রোমের সিজারগণ, মিশরের ফারাওগণ, গ্রিস দেশের মহাবীর আলেকজান্ডার-তারা সবাই একজন রাজা মহারাজা। যিশুর এই জাগতিক রাজত্বের কিছুই নেই। তাই স্বাভাবিকভাবে পিলাত অতি আশ্চর্য ও উদ্বিগ্ন হয়ে যিশুকে প্রশ্ন করে বলেছিলেন: "সত্যিই কি তুমি রাজা?" যিশুর সহজ উত্তর: "আমার রাজ্য বা রাজত্ব এই জগতে নয়।"

রাজত্ব কি? যা কিছুর উপর রাজা বা রাণী প্রভুত্ব করেন, তা-ই তার রাজত্ব। রাজত্ব প্রধানত: একটি দেশ বা অঞ্চল, মানুষ বা জনগণ ও অর্থকরী বা সম্পদ। যিশুর কিন্তু কোন দেশ ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে কোন মোহ ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন: "আমার রাজ্য এই জগতের নয়।"

৩। খ্রিস্টরাজার পর্ব উদযাপনের ইতিহাস

ঠিক কবে থেকে এবং কোথায় এ পর্বটি পালন শুরু হয় তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, ১৯২৫ খ্রিস্টবর্ষে পোপ একাদশ পিউস কর্তৃক মণ্ডলীতে খ্রিস্টরাজার পর্বটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি সাধারণত অক্টোবর মাসের শেষ রোববারে পালন করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৬৯ খ্রিস্টবর্ষে পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক প্রবর্তিত সংশোধিত মাণ্ডলীক উপাসনা বর্ষের পঞ্জিকা অনুসারে পর্বটি আগমন কালের পূর্ববর্তী ও সাধারণ কালের শেষ রবিবারে পালন করা শুরু হয়। খ্রিস্টরাজার পর্বটি কাথলিক মণ্ডলী ছাড়াও এ্যাংলিকান, লুথেরান ও অন্য কিছু প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী পালন করে থাকে।

৪। খ্রিস্টরাজা ও জাগতিক রাজা

পৃথিবীতে অনেক রাজাই ছিলেন, কোন কোন রাজাদের যেমন সুনাম রয়েছে অন্যদিকে, অনেক রাজাদের নামে অনেক নিন্দা রয়েছে। রাজা ডেভিড, রাজা সলোমান ইত্যাদি কিছু রাজার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তারা ছিলেন খুবই প্রজা-প্রিয়, প্রজা উপকারী। সব রাজাদের কি তেমন সুনাম রয়েছে? বরং অনেক রাজারা ছিলেন অত্যাচারী, নর হত্যাকারী, ধ্বংসকারী, জোর জুলুমকারী, দেশ দখলকারী। এই হলো অনেক জাগতিক রাজাদের চিত্র।

৫। খ্রিস্ট যিশুর রাজত্ব

অন্যদিকে, যিশুর রাজত্ব হলো একেবারে বিপরীত- নেই কোন রাজপ্রাসাদ, নেই কোন সিংহাসন, নেই কোন সৈন্য সামন্ত, নেই কোন যুদ্ধ, নরহত্যা, রাজ্য জয়। বরং যিশু স্বর্গের রাজ-সিংহাসন ছেড়ে মর্তে নেমে এসেছেন মাটির ধুলায়, একেবারে তুচ্ছ নগণ্য এক মানুষের রূপ ধারণ করে এবং বাস করলেন তাদেরই মধ্যে।

একদিন এক মজার কাণ্ড ঘটলো। পাঁচ হাজার লোককে আশ্চর্যভাবে খাওয়ানোর পর লোকেরা যিশুকে ধরে রাজা বানাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, এবার তাদের পরম সৌভাগ্য হবে যদি এই যিশুকে রাজা করা যায় - আর এত পরিশ্রম করতে হবে না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না; তাঁর রাজ্যে আমরা পরম আরামে থাকবো, পরম সুখে থাকবো।হ্যাঁ, আমরা যিশুকেই চাই, আমাদের রাজা রূপে তাকেই পেতে চাই। তাই লোকেরা জোর করে তাঁকে রাজা বানাতে চাইলো। কিন্তু, এ কী হলো! যিশুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় গেলেন? আসলে যিশু লোকদের মধ্যে থেকে গোপনে আড়ালে লোকের অন্তরালে চলে গেলেন তিনি তাদের চাইলেন না (দ্র: যোহন ৬:১-১৫)।

তাই হেরোদ রাজা সত্যিই আশ্চর্য হলেন এরকম রাজ্যহীন, সৈন্য বাহিনীহীন, সিংহাসনবিহীন এক রাজাকে দেখে। তাই মনের দ্বন্দ্বে তিনি দ্বিতীয়বার যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন: "তুমি কি সত্যিই রাজা?"

৬। যিশুখ্রিস্ট কি সত্যিই রাজা?

হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি রাজা; শুধু রাজা নন, রাজাধিরাজ - অর্থাৎ, তিনি রাজাদের রাজা, শ্রেষ্ঠ রাজা। তবে যিশু শুধু পিলাতকে নয় আমাদের সবাইকে স্মরণ করে দিচ্ছেন: "আমার রাজ্য এই জগতের নয়।" তাহলে কেমন ধরনের রাজা তিনি? তিনি শান্তিরাজ, তিনি ধর্মরাজ, তিনি প্রেমের রাজা। তাই প্রবক্তা ইসাইয়া ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন: তিনি হবেন শান্তিরাজ (দ্র: যিশাইয়া ৯:৬)।

৭। যিশুর রাজ্য স্বয়ং পিতা ঈশ্বরের রাজ্য

ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর রাজত্ব চিরকালীন -স্বর্গে এবং পৃথিবীতে। যিশু চান, প্রতিদিন যেন আমাদের এই পৃথিবীতে স্বর্গের রাজ্য, তথা পিতার রাজ্য বিরাজ করে। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের, তথা আমাদের সবাইকে প্রার্থনা করতে শেখান এই বলে: "হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয়, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক" (মথি ৬:৯-১০)।

৮। আমরা সবাই রাজারাণী

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে আমরা প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিস্টান যিশুর সাথে তিনটি পদ লাভ করেছি, অর্থাৎ আমরা যিশুর সাথে হয়েছি একজন যাজক, একজন প্রবক্তা এবং একজন রাজা।

তাই আমরা প্রত্যেক খ্রিস্টান যিশুর সাথে একেকজন রাজা-রাণী। যিশুর মত প্রেম, শান্তি, মিলন, একতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা, ঈশ্বরের সেই রাজ্য প্রতিদিন গড়ে তোলা আমাদের প্রত্যেক খ্রিস্টানের পবিত্র আহ্বান ও দায়িত্ব।

৯। রাজা হওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

আমরা প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিস্টান আমাদের দীক্ষাস্নানের সময় একেকজন রাজা রাণী হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি; যিশুর মত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি।

রাজার কাজ কি? শিষ্টের পালন, দুষ্টর দমন। তাই আমরা যিশুর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যিশুকে প্রাণভরে ভালোবাসবো, তাঁকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করবো, তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করবো এবং শয়তানকে, শয়তানের সমস্ত প্রলোভনকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবো। আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমরা যিশুর মত প্রেম, শান্তি, মিলন, ন্যায্যতা ও ক্ষমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। আর এভাবেই আমরা ভিতরে বাহিরে যিশুর মত হয়ে উঠবো। তখনই তো আমরা আমাদের প্রাণের খ্রিস্ট রাজার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে কবিগুরুর কথায় গাইতে পারবো:

"আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি স্বত্বে?"

ওগো খ্রিস্ট রাজা, আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমাদেরকে তোমার মনের মত রাজা-রাণী করে গড়ে তোল । ওগো খ্রিস্টরাজ তোমাকে প্রণাম করি, আমেন।

জীবনরাজ: খ্রিস্ট যিশু

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

"প্রভু যিশু তুমি আমার জীবনের রাজা
তুমি চালক, তুমি পালক আমি যে প্রজা"

সাধারণত আমরা রাজাদের কাহিনী শুনতে ও পড়তে খুবই ভালোবাসি। রাজা ও রাজত্ব নিয়ে আমাদের সকলেরই কম-বেশি ধারণা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে কত রাজার কাহিনী শুনছি ও ইতিহাস পড়ছি যে রাজারা প্রচুর ঐশ্বর্য ও ধন- সম্পদের অধিকারী হন। তারা ভোগ বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করেন। তাদের শাসনকাজ পরিচালনার জন্য থাকে সৈন্য-সামন্ত। কিন্তু এই রাজাদের কারো সাথে বিশ্ববিখ্যাত খ্রিস্টরাজার কোন মিল খুঁজে পাই না। তাঁর জীবন-ইতিহাস, রীতি-নীতি, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য সব কিছুতেই যেন বিপরীত বৈচিত্রের সমারোহ পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বরচিত রাজাদের কাহিনীতে জানা যায় যে তারা ছিলেন পরাক্রমশালী এবং তাদের রাজত্ব নির্দিষ্ট সময়-সীমা, আওতা ও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যিনি স্বর্গ-মর্তের শাশ্বত সম্রাট সেই খ্রিস্টরাজার রাজত্ব চিরকালীন, অক্ষয় ও শাশ্বত। তিনি অনন্তকালীন রাজা। মঙ্গলসমাচারে তাঁর জীবন কাহিনীর প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্পর্শময় ও বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে চলছে। কারণ তিনি আদিতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমাদের রাজাধিরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্ট, যিনি একজন অনন্য, একক ও অদ্বিতীয় রাজা। তাই মহাদূত গাব্রিয়েল তাঁর জন্মের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, "যাকোব বংশের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন; অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব" *(লুক ১:৩৩)*। যিশুখ্রিস্ট এমনই একজন স্বীকৃত অভিষিক্তজন, যিনি পৃথিবীর সকল রাজার রাজা। তাঁর এই রাজত্ব জগতের রাজাদের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মহান পরাক্রমশালী বিশ্বরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্টকে যদিও স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তবুও মনে হয় তিনি আমার ও আপনার অতি পরিচিত ও পরম প্রিয়জন।

খ্রিস্টরাজার মত এমন কোন রাজার কাহিনী শুনিনি যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ক্ষুদ্র এক গোশালায়। যার জন্ম বারতা ঘোষিত হয়েছে আকাশে উদিত বিশেষ তারার মাধ্যমে। যার আগমনের প্রস্তুতি চলেছিল হাজার হাজার বছর পূর্বে থেকে। তিনি এমনই এক অনন্য রাজা, যার জন্মকে কেন্দ্র করে নব শতাব্দী, নবযুগ ও নতুন নিয়মের (বাইবেল) গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ রাজা এমন ব্যতিক্রমধর্মী যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃপণ' কবিতায় উল্লেখিত রাজার মত ভিখারীর কাছে থেকে ভিক্ষা চাইতে পারেন আবার অবাক কাণ্ডের মত ভিক্ষুকের ভিক্ষাকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতেও পারেন।

বর্তমান আধুনিক যুগে যিশুকে রাজা বলে অভিহিত করা তেমন জনপ্রিয় নয়। কারণ আমরা জাগতিক বিষয়বস্তু অর্থাৎ জগতের মান-মর্যাদা, বাড়ী-গাড়ী ও জায়গা-সম্পত্তি নিয়ে খুবই ব্যস্ত। শুধু তাই নয় আমরা শত্রুতা, প্রতিহিংসা, ক্ষমতার লোভ, প্রতিশোধ ও যাদু-মন্ত্র নিয়ে এতই ব্যস্ত যে খ্রিস্টরাজার কথা স্মরণ করার সময় আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত দীক্ষা লাভের সময় আমরা তিনটি বর লাভ করেছি: রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক। তাই খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরা সবাই রাজা। এই জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে"?

জগতের রাজারা সর্বদা প্রজাদের থেকে দশ হাত দূরে বিচরণ করেন। যে রাজা অন্যদের কাছে যায় না, সে রাজা তাদের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করবে কিভাবে? কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুকে রাজা বলে অভিহিত করেন। তিনি মানুষের অন্তরের রাজা। তিনি আমাদেরকে ভালোবেসে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হয়ে সকল পাপ নিজের কাঁধে বহন করেছেন। সাধু পলের ভাষ্য মতে, তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে না ধরে নিজেকে নশ্বর মানুষ ও দাসে রূপান্তরিত করলেন। যাতে আমরা রক্তমাংসের পাপী মানুষ তার রাজত্বের অংশীদারী হতে পারি। এই থেকে বোঝা যায় যে এই রাজা আমাদের কত ভালোবাসেন। সাধু ইউরেনিয়াস তাই বলেছেন, "ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হলেন যাতে মানবপুত্র ঈশ্বরপুত্র হতে পারেন"।

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা যে রাজকীয় দায়িত্ব লাভ করেছি তা খ্রিস্ট যিশুর রাজত্বে প্রজা হিসেবে বসবাস করার অধিকার ও পরিচয় পত্র। তাঁর সাথে যুক্ত থেকে আমরা সবাই রাজা হতে আহূত। তিনি এমন এক নম্র ও বিনয়ী রাজা যিনি ঈশ্বরত্ব ছেড়ে মানুষ হলেন। আমাদের সঙ্গে খুবই সাধারণ জীবন অতিবাহিত করলেন। আমাদের পাপের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন যাতে করে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারি, পেতে পারি অনন্ত জীবন। শুধু তাই নয়, নিজে দেহ ও রক্ত আমাদের আত্মার খাদ্যরূপে দান করলেন যা তাঁর রাজকীয় ভোজের প্রতীক। আমরা যারা এই রাজার সান্নিধ্য লাভ করতে চাই, তাদের জন্য তিনি সর্বদা তাঁর প্রাসাদ খোলা রাখেন। তিনি প্রতিদিন আমাদেরকে তাঁর ভোজ সভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন তাঁর দেহ ও রক্তের সহভাগি হতে। তাহলে কেন আমরা আমাদের জীবন রাজার কাছে আসি না? তাঁর সান্নিধ্য কেন লাভ করতে চাই না? আমরা দুর্বল ও পাপী বলে? যিশু বলেছেন, "আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি" *(মথি ৯:১৩)*।

সত্যিই আমরা খ্রিস্টরাজার দিকে তাকালে বুঝতে পারি যে, জগতের শাসকগোষ্ঠী ও রাজাদের শাসনকার্য থেকে খ্রিস্টরাজার শাসন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। কেননা তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্ষুদ্র গোশালে। প্রতিপালিত হয়েছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রীর ঘরে, তাঁর বাহন ছিল নৌকা ও গাধা। তাঁর সিংহাসন কাঠের তৈরী ক্রুশ, তাঁর মাথার মুকুট ছিল কাঁটার তৈরি। তাঁর অস্ত্র ছিল ক্ষমা ও সেবা। তাঁর রাজ্যের সংবিধানের মূলনীতি ছিল বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা। অন্যদিকে সত্যিকার রাজা হিসেবে খ্রিস্ট সকল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও মান-সম্মানকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন নম্রতা, ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্য দিয়েও শাসন করা যায়। রাজা হিসেবে খ্রিস্ট "সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষী দিতে এসেছেন এর জন্যই তিনি জন্মেছেন, এর জন্যই তিনি এই জগতে এসেছেন" (যোহন ১৮:৩৭)। সর্বজনীন রাজা খ্রিস্ট এমনই শক্তিশালী যিনি সবাইকে তাঁর রাজ্যের রাজা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাইতো সাধু আথানিসিউস বলেছেন, "ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে" তাই

যিশু যেমন রাজা, আর তাঁর ভালোবাসার রাজত্বে আমরাও রাজা। আমাদের কর্তব্য হবে খ্রিস্টরাজার মত রাজা হিসেবে যেন অন্যদের ভালোবাসতে পারি। তাইতো মনের আনন্দে বলতে পারি,

"পাপীর তরে জীবন দিতে
পেয়েছে যে সাজা
নত মস্তকে প্রণাম করি
ওহে খ্রিস্টরাজা"।

খ্রিস্ট এমনই জ্ঞানী রাজা যিনি অধিকারের সুরে শিক্ষাও দিতেন, তাঁর কথাগুলো ছিল খুবই শক্তিশালী এবং অক্ষয়। বহু যুগের পুরোনো কথাগুলো যেন আজও নবীনতা ও চরম বাস্তবতা বহন করে চলছে। অন্যদিকে জগতের রাজাদের সুব্যবস্থা ও সেবা করার জন্য চারিদিকে দাস-দাসীদের পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু খ্রিস্টরাজা তার শিষ্যদের পা নিজ হাতে ধুয়ে দিয়ে মানব মর্যাদা দানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সেই জন্যই অন্যসব রাজাদের থেকে খ্রিস্ট সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী রাজা। আর এ জন্য খ্রিস্ট প্রেমের পাগল শিষ্যগণ ও সাধু-সাধ্বীগণ তাদের জীবন এই রাজার নামে উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

লেখক সুকুমার রায়ের, 'সুকুমার সমগ্র' বইয়ে 'খৃষ্টবাহন' গল্পে অফেরো নামক যুবক এমন একজন রাজার সন্ধানে বের হয়েছিলেন, যে রাজা সংসারের কাউকে ভয় করেন না। অফেরো খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট অর্থাৎ জীবনরাজ খ্রিস্টের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরই অনুসারী হয়ে জীবন উৎসর্গ করলেন।

আজকের এই আধুনিক যুগে জীবনরাজ খ্রিস্টের রাজত্বকে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। তাই আসুন এই সুন্দর পৃথিবীতে খ্রিস্টকে আমাদের জীবনে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে নিই। তিনি আমাদের যে সেবা, ক্ষমা ও ভালোবাসার পথ দেখিয়েছেন সে পথে চলি। আমরা যেন সবাই খ্রিস্টরাজার রাজত্বের প্রতিবিম্ব দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। সার্থক হয়ে উঠুক জীবনরাজ খ্রিস্টের ধরণীতে নেমে আসা এবং মানব হৃদয়ের রাজত্ব।

কৃতজ্ঞতায়:

১. মঙ্গলবার্তা।

২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা ৪২ -২০২১।

৩.'সুকুমার সমগ্র'।

৪. উপদেশসমূহ।

"মরতে আমাদের হবেই, তা-ই চিরন্তন সত্য"

অন্যায় খ্রিষ্টফার কস্তা

মৃত্যুর পর কি হয়? আমরা কী অনুভব করি? এসব প্রশ্ন আমাদের সবার চিন্তায় আসে আপনি/আমি/আমরা এমনকি প্রতিটি মানুষই ভাবে। আমরা জন্ম নিয়েছি কিন্তু আমাদের একদিন মরতে হবে। আপনি আপনার জীবনে যেভাবেই সুস্থ থাকুন, ডায়েটিং করুন, ব্যায়াম করুন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়ম-কানুন অনুশীলন করুন কিন্তু মৃত্যু একদিন কাছে আসবেই। তবে খেয়াল রাখবেন যা সত্য সেটির ব্যাপারে। আর সেটা হল মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে সবকিছুই অনিশ্চিত; কিন্তু মৃত্যু মানুষের জন্য সুনিশ্চিত। সেটা স্বীকার করতেই হবে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি জীবের-ই জীবন কাটে অপূর্ণতায়; কিন্তু মৃত্যু যখন আসে তখন তা পুরোপুরি হয়। অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না।

আজ এ মৃত্যু নিয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। তার আগে আমি মৃত্যুর বিষয়ে ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে (সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মানুসারে) কয়েকটি উদ্বৃত্তি দেয়ার চেষ্টা করব। প্রথমত, পবিত্র বাইবেল এ বিষয়ে কী বলে তা জেনে নেই। পবিত্র বাইবেল বলে, যিশু খ্রিস্ট মানবজাতিকে পাপময়তা ও অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ করার জন্য নিজে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হয়ে চরম যাতনাভোগ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করলেন এবং তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। সুতরাং মৃত ব্যক্তিরা পুনরুত্থিত হবেন এবং মৃত্যুর পর আত্মার শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে স্বর্গধামে তার সঙ্গে থাকবেন। ক্রুশের উপর মৃত্যু যন্ত্রণার সময় তার সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ দুজন ডাকাতের মধ্যে (ডানপাশে থাকা ডাকাত) যখন যিশুকে বলে, 'প্রভু, আপনি যখন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবেন তখন আমার কথা স্মরণ করবেন। উত্তরে তাকে যিশু বলেছিলেন, "তুমি আজই আমার সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে (লুক ২৩:৪২-৪৩)। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে বলে, ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যু হচ্ছে জাগতিক জীবনের সমাপ্তি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা আখিরাত এর প্রবেশদ্বার। মৃত্যু হচ্ছে জাগতিক দেহ হতে আত্মার পৃথকীকরণ এবং একই সাথে এই আত্মায় জাগতিক দুনিয়া হতে আখিরাত এর উদ্দেশে যাত্রা করা। সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে চলমান জীবন প্রক্রিয়ার একটি পরিবর্তনীয় অবস্থা। ইসলামী দৃষ্টিকোন হতে, "সকল জীবিত প্রাণীর জন্য মৃত্যু একটি সর্বোচ্চ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।" হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মৃত্যু বিষয়ে বলা হয়েছে, মৃত্যু পরবর্তীকালে যা হবে তা এরকম 'মানুষ যেমন তার পুরনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি তার পুরনো দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে।' হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় "দেহ একটি খোলসের মতো, এর ভিতরের আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং অবিনশ্বর আর এই আত্মা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভিন্ন দেহ ধারণ করে থাকে। এই চক্রের সমাপ্তিকে মুক্তি বা মোক্ষ বলা হয় যেখানে এই আত্মা ঈশ্বরের সাথে মিশে যাবে।" বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা মনে করে যে, 'তাদের পূণর্জন্ম হবে তাদের কর্মফল অনুযায়ী। পুণর্জন্মের ধরণ কী হবে তা ব্যক্তির কৃতকার্যের উপর নির্ভর করবে। যেমন ব্যক্তি যদি দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা লোভ, ঘৃণা ও বিভ্রমের যার অর্থ হলো সে একটি পশু বা ভূত হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

অন্যদিকে, যদি ব্যক্তি উদারতা, ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতি ও জ্ঞানের দ্বারা ভালো কাজ করে তাহলে সে সুখের জগতে বা স্বর্গীয় জগতে জন্মাবে যার অর্থ হলো মানুষ হয়ে জন্মানো। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যা-ই বলুক; মানুষের জন্ম যেহেতু হয়েছে আর যেহেতু মানুষের জন্যই ধর্ম সুতরাং মানুষকে একদিন মরতে হবে এটিই চিরন্তন সত্য। এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। অনেকের বিশ্বাস, স্বর্গ-নরক কেবল পরজগতের বিষয়। তবে এই মৃত্যুর পর ভৌতিক শরীরের শুদ্ধির মাধ্যমে অবিনশ্বর, স্বয়ংভূ ঈশ্বর যিনি নিরাকার অথচ জীবিতকালে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকেন তার সঙ্গে আমরা মিলিত হবো।

এখন, মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করলে পৃথিবীর সব ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের মতামত রাখে। কিন্তু কবির ভাষায় এ দুটির অস্তিত্ব ইহলোকেও উপলব্ধি করা যায়।

"কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।"

বলা হয়, তুমি তোমার জীবনে যেভাবে কাজ করবে সেটার উপর ভিত্তি করে

তোমাকে স্বর্গে কিংবা নরকে পাঠানো হবে। আমাদের শরীর দুটি তত্ত্ব দিয়ে গঠিত; এক হচ্ছে আমাদের (Physical Body) মানে ভৌতিক শরীর আর একটি হচ্ছে (Nonphysical Body) বা অভৌতিক শরীর। এটাকে আমরা অনেক সময় 'আদমান', 'আত্মা', 'আত্মা', 'রুহ্', 'কনসাসনেস' (Consciousness) এসব বলি। আমাদের ভৌতিক শরীরটাকে আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়; যেমন- চোখ, কান, নাক, ত্বক এসব দিয়ে অনুভব করি। যখন বলি 'আমরা অনুভব করি, কিন্তু আসলে অনুভবটা করে কে। এটাকেই বলা হয় (Consciousness) কনসাসনেস বা আত্মা। এটাতে আমরা আসব, তার আগে জেনে নিই মৃত্যুর পর আমাদের ভৌতিক শরীরের কী হয়? এখন আপনার কথায় আসা যাক। আপনার যখন হৃদস্পন্দন ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে তখন ফিজিসিয়ানরা ও বাকিরা সবাই বলে আপনি মারা গেছেন কিন্তু তখনও আপনার মধ্যে জীবন আছে। তখন আপনার মস্তিষ্ক সচরাচর থাকবে। এটাতো ঠিক আপনি আপনার হাত-পা-চোখ-মুখ কিছুই নাড়াতে পারবেন না কিছু বলতেও পারবেন না। কিন্তু আপনি সব অনুভব করতে পারবেন। আর এ অনুভবটা আনুমানিক ৪৬ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আপনার না থাকবে কোনো জ্ঞান না থাকবে আপনার মধ্যে কোনো জীবন। তখন শুধুমাত্র একটা জড় পদার্থ এবং এটাই হবে সত্যিকারের মৃত্যু। মৃত্যুর পরেও আপনার শরীরের চুল ও নখ বাড়তেই থাকবে আনুমানিক ৭২ ঘণ্টা অবধি। মৃত্যুর দু'ঘন্টার মধ্যে আপনার শরীর ঠান্ডা হতে শুরু হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে রুম টেম্পারেচার পৌঁছাবে। আর শরীরের ক্যালসিয়ামের জন্য যত পেশি রয়েছে সব আস্তে আস্তে গলতে শুরু করবে।

মৃত্যুর পর শবদেহ সৎকারের জন্য বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বিভিন্ন রকম প্রথা রয়েছে; কোথায় পুড়িয়ে দেওয়া হয় আবার কোথাও কবরে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দিলে তা মানবদেহ একেবারেই শেষ। কিন্তু যদি কবর দেওয়া দেওয়া হয় তাহলে শরীরটা আস্তে আস্তে মাটির তলায় গলতে শুরু করবে। আনুমানিক ৩০-৬০ দিনের মধ্যে পুরো শরীরটা গলে যাবে এবং রইবে শুধু হাড়-গোড়। অনেক সময় শরীরটা যাতে জলদী, মাটির সঙ্গে মিশে যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- নুন, হলুদ, তেল (সরিষার তেল) ইত্যাদি মৃত দেহটাকে কবর দেওয়া হয়। বাকি যে শরীরের কঙ্কাল পড়ে থাকবে সেটাও পুরোপুরি নষ্ট হতে ৫০-৮০ বছর সময় লাগবে। মানে সে শরীরটা আপনি প্রকৃতি থেকে তুলেছিলেন সেটা প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিবেন। আর তারপর জীবনযাত্রা পুরোপুরি শেষ। পৃথিবীতে আপনাকে আস্তে আস্তে সবাই ভুলে যাবে। কিন্তু আমাদের যে ভৌতিক শরীর আমাদের মন, চেতনা, কনসাস্‌নেস এটার কী হবে? এটাকে নিয়ে নানা মানুষেরা নানা মত। আপনি/আমি (এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে) সবাই জানি এগুলো সবই মনগড়া কিন্তু এক ধরনের মানুষেরা আছে যারা সত্যিকারে জানে যে, আমাদের চেতনার কী হয়। আর তারা হলো যারা সত্যিকারে মারা গেছে। এবার এখন যদি আপনার জানতে ইচ্ছে করছে সে অনুভবটা কী রকম। তাহলে আপনাকে মৃত মানুষের কাছ থেকেই সেটা জানতে হবে। এখন, আপনি হয়তো ভাবছেন যে, এটা কী করে সম্ভব। আচ্ছা এটাতেই আসা যাক, ইংরেজিতে একটা টার্ম আছে; Death Experience অর্থাৎ 'মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা' । আপনি যদি গুগলে কিংবা ইউটিউবে সার্চ করেন তাহলে এটাকে নিয়ে শতশত আর্টিকেল ও ভিডিও পাবেন যেখানে আপনি আপনার ধারণা পরিষ্কার করতে পারবেন। যাহোক, Near Death Experience বিষয়ে যা বলেছিলাম সে বিষয়টিতে আসি। এটি কী? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। কিছু মানুষ আছে যাদের একবার মৃত্যু হয়ে যায় কিন্তু আবার হঠাৎ করে বেঁচে ওঠে। তাদের কনসাসনেস তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আবার কিছুক্ষণ পর শরীরে তা প্রবেশ করে। কিছু মানুষ আছে যারা এটাকে এক্সপেরিয়েন্স করেছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অনুভবও আলাদা। অনেকে বলে, যেন আমি অন্য জগতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। অনেকে বলে, স্বপ্নের মত কিছু যেন একটা ঘুমের সময় সেভাবে অনুভব হয় সেটাকে অনুভব করেছি। আবার কেউ বলে আমি যেন আমার শরীর থেকে বেরিয়ে শরীরটা পড়ে আছে তা দেখতে পাচ্ছি। অনেকে বলে চারিদিকে যেন সাদা আলো যা এত সাদা জীবনে কোনদিন দেখিনি। এখানে তারা সবাই কিছু একটা অনুভব করে যেটা আমাদের লজিক্যাল মস্তিষ্ক বুঝতে পারবে না। কিন্তু অনুভবটা কী? এটাই তো আমরা জানতে চাই। তারা যেটা অনুভব করে সেটা কি সত্যি নাকি মিথ্যা।

আমার জানা মতে, ২০১১ সালে একটা মানুষের হার্ট সার্জারি হয়েছিল। ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে দেয়; কিন্তু ২০ মিনিটের মধ্যে বডিটিতে আপনা-আপনি এক্টিভিট শুরু হয়ে যায়। ওই লোকটি আবার বেঁচে ওঠে। লোকটা বলে, ওই সময়টায় সে কিছু একটা অনুভব করেছে। ডাক্তাররা জিজ্ঞাসা করায় সে এরকমভাবে বলে, 'আমি এমন কোনো এক জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখানে কিছু নেই। কিছু না হওয়াটাকে আমি অনুভব করছি। না আছে আমার শরীর, না আছে কোথাও কিছু, না আছে আলো, না আছে অন্ধকার'। যেটাকে আমরা বলি সময়; সেটাকে সে দেখতে পাচ্ছে। সে আলাদা কোনো একটি জগতে পৌঁছে গেছে। আর একটা ঘটনা হয়েছিল। একটা কলেজের স্টুডেন্টের সাথে, সে অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খেয়ে ফেলাতে অজ্ঞান হয়ে যায়। পাড়া প্রতিবেশীরা এ্যাম্বুলেন্স ডাকে। এ্যাম্বুলেন্সে যেতে যেতে তার মৃত্যু হয়। ৩ মিনিট পর তার জীবনে আবার ফিরে আসে এবং ওই ৩ মিনিটে সে যা অনুভব করেছে তা বলে। সে এটা বলে যে, ওই মুহূর্তে সে নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে এবং নিজের শরীরটা এই এ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে যাচ্ছে সে দেখতে পাচ্ছে। নিজের শরীরটাকে নিজেই দেখতে পাচ্ছে সে। এবার এটাকে আপনি কনসাসনেস বলুন, আত্মা বলুন, আদমান বলুন যে যা-ই বলুন, কিছু একটা ছিল যে সেটা তার শরীর থেকে বেরিয়ে সবকিছু অনুভব করতে পারছিল। ওই ছেলেটা যেটা বলল সেটা কি সত্যি নাকি মনের ভুল? সেটাকে জানার জন্য এই এ্যাম্বুলেন্সে যারা ছিল তারা তাকে প্রশ্ন করল এবং ছেলেটি এটা বলতে সক্ষম হল যে ওই মুহূর্তে এ্যাম্বুলেন্সে কি কি হয়েছে। এমনকি এ্যাম্বুলেন্সটা ওই সময় রাস্তার কোন মোড় দিয়ে পার হচ্ছিল সেটাও বলতে পারে সে। তারা ছেলেটার কথা মানতে বাধ্য হয়। এই রকম অনুভব দু'এক জন না; পৃথিবীতে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের এ রকম অনুভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এ জিনিসটিকে নিয়ে একটি ডকুমেন্টারী বানায় এবং এটা দেখে যে, বেশির ভাগ মানুষই যেটা অনুভব করেছে তার যেন একটা টানেলের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে। আর নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে এটা অনুভব করে। মানুষ যতই বুদ্ধিমান হোক কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো মানুষ কখনোই বুঝতে পারে না। আর আমার মতে, ওগুলো না বোঝাই ভালো। মৃত্যুর পর সত্যিই কি হয়? এটা আমরা সবাই অনুভব করব আমাদের সময়। কিন্তু এখন যে জীবনটা আছে এখন এটাকে অনুভব করি। এটাকেই সুন্দর বানাই। নিজে ভালো থাকি এবং অপরকে ভালো রাখি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মি: জসুয়া টুডু

আমাদের পিতৃপুরুষেরা শায়িত আছেন যেথায়

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

নভেম্বর মাস জুড়েই মাতামণ্ডলীতে মৃতদের কথা গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হয় প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে। মৃত প্রিয়জনেরা বেশিরভাগই আমাদের পূর্বপুরুষ। তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে এক একটি ইতিহাস। যে ইতিহাস শুধু সাফল্যগাথায় লিখিত নয়, তা লিখিত ভালোবাসায় ব্যক্তির হৃদয়মন্দিরে। তাদেরকে স্মরণ করার লক্ষ্যে তাদের স্মৃতিকে অমলিন রাখতে স্থানীয় মণ্ডলী মৃতদের সমাধিস্থান কোথাও রেখেছে ধর্মপল্লীর কাছাকাছি কোন একটি স্থানে, কোথাও ধর্মপল্লীর কম্পাউণ্ডের ভেতরে আবার কোথাও আপন আপন বাড়ির আশেপাশে। মৃতদের সমাধিস্থান বা কবরস্থানে মৃত প্রিয়জনেরা নাই জেনেও তা আমাদের কাছে প্রিয় ও পুণ্যস্থান। কবরের পাশে গিয়ে আমরা কবরস্থ ব্যক্তিকে অনুভব করি গভীরভাবে। সঙ্গতকারণেই কবরস্থানকে সুন্দর ও পরিস্কার রাখতে অনেকেই চেষ্টা করেন। বাড়ির পাশে যে সকল কবরস্থান তা বরাবরই যত্নে থাকে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। মনে হয় তারা মৃত প্রিয়দের সাথে একাত্ম হয়ে থাকেন। এমনকি যেসকল ধর্মপল্লীর পক্ষে সম্ভব তারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে কবরস্থানের পবিত্রতাকে বৃদ্ধি করেন। যা সাধুবাদ পাবার যোগ্য। বেশ কয়েক বছর আগে একটি ধর্মপল্লীর এক ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। যেটির সার-সংক্ষেপ ছিল: আমার/আপনার বাপ-দাদারা শুয়ে আছে আমাদের কবরস্থানে শেয়াল-কুকুরের সাথে। লেখাটি তীর্যক ও কটাক্ষে ভরা থাকলেও কার্যকরী হয়েছিল। কেননা পরবর্তী সময়ে ঐ ধর্মপল্লীর কবরস্থানটি সংস্কার সাধনের সাথে সাথে মানুষজনও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এমনিভাবে সকলে যদি আমরা আমাদের প্রিয়জনদের যত্ন নিতাম তাহলে আমাদের পরিবারগুলোও তো কত সুন্দর হতো!

নিজেদের বাসস্থানকে সুন্দর পরিপাটি রাখতে আমরা যেমন যত্নশীল ঠিক তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের ও সমাধিস্থানের ইতিহাস জানা ও সেগুলোর যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করা কতনা প্রাসঙ্গিক। গত বছর ঢাকা আর্চবিশপস হাউজের শত বছর উদ্‌যাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া হলেও তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলা একটু চ্যালেঞ্জই বটে। গত বছরই ইতিহাসের খোঁজে গিয়েছিলাম নারায়নগঞ্জের ফিরিঙ্গিবাজারে, পদ্মারপাড়ে মালিকান্দায়। একসময় মালিকান্দা খ্রিস্টান অধ্যুষিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। সঙ্গতকারণে এখানে খ্রিস্টানদের একটি কবরস্থানও থাকবে তা তো সঙ্গতই। মালিকান্দার খ্রিস্টান কবরস্থানের ইতিহাস নিয়ে **শ্রদ্ধেয় আলবিন দেছা 'চিরন্তন'** নামক ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমাদের অনেকের পূর্বপুরুষের শায়িতস্থান মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের খোঁজ পাবার ইতিহাসটি এ রকম:

ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি আমাদের অর্থাৎ আঠারোগ্রামবাসীদের আদি নিবাস ছিল পদ্মার পাড়ে অরিকূল, নরিকূল, নারিশা, মেঘুলা, মালিকান্দা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে। বিশেষভাবে পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে ও অন্য কিছু সামাজিক কারণে এ অঞ্চলের খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল ও শুলপুর ধর্মপল্লীতে স্থায়ীভাবে চলে আসে। ফলে পদ্মার পাড় খ্রিস্টান শূণ্য হয়ে যায়।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসের কোন এক দিন ড. ইসিদোর গমেজ মালিকান্দা কবরস্থানটির সন্ধান পাওয়ার সংবাদ যখন আমাকে দিল তখন আমি দারুণভাবে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ঐ দিন ঠিক হয়েছিল যথাশীঘ্র সম্ভব আমরা মালিকান্দা যাব। উল্লেখ্য, ড. ইসিদোর গমেজের উদ্যোগে আঠারোগ্রামের প্রতিটি পরিবার জরিপ করার এক পর্যায়ে বিলুপ্ত মালিকান্দা খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্র উৎঘাটিত হয়।

৫ জুন ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বিশপ লিনুস গমেজ, ড. ইসিদোর গমেজ, আলবিন দেছা, আলবার্ট রোজারিও সহ ৭ জন ঢাকা হতে এবং আরও ১০ জন হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল হতে মালিকান্দা কবরস্থানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম কবরস্থানের জায়গাটি ঝোপ-ঝাড়, আগাছাপূর্ণ। মাঝখান দিয়ে পায়ে চলাচলের একটি সরু পথ চলে গেছে। দক্ষিণ পাশে নদীর ভাঙ্গনের কারণে একটি পরিবার দু'টি ঘর তুলে বসবাস করছে।

সেদিন সকাল হতে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মাঝেই ময়লা আবর্জনা ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে একটি ক্রুশ স্থাপন করা হল। শ্রদ্ধেয় বিশপ লিনুস মৃত লোকদের জন্য প্রার্থনা ও পবিত্র জল ছিটিয়ে কবরস্থান আশীর্বাদ করলেন। সবাই সমবেতভাবে গাইলেন "অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তাঁদের।"

কবরস্থানের কাছেই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত একটি খ্রিস্টান বিদ্যালয় কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে যা আজও এলাকাবাসী ফিরিঙ্গী (খ্রিস্টান) স্কুল বলে জানে। বর্তমানে এটি মালিকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপর আমরা মালিকান্দা পার্শ্ববর্তী নাগেরকান্দা গ্রামে মাগ্রেট ডি' কস্তার বাড়ীতে গেলাম। বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটুজল ভেঙ্গে অতি কষ্টে তার বাড়ীতে পৌঁছলাম। গাছপালা ঘেরা জীর্ণ-শীর্ণ বাঁশের বেড়ার ছোট দোচালা টিনের ঘরে অসহায় ও করুণ অবস্থায় সে আর তার একমাত্র ভাই বসবাস করছে।

মাগ্রেট ডি' কস্তার বাবা অনেক বছর আগেই মারা গেছে ও মা ৫ বছর আগে মারা গেছে। মাগ্রেট গোল্লা সেন্ট থেকলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ও হলিক্রস কলেজে লেখাপড়া করেছে। বর্তমানে নাগেরকান্দা মুসলিম ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট পড়িয়ে কোন রকমের তার দিন চালাচ্ছে। মাগ্রেট ডি' কস্তা নাগেরকান্দা গ্রামে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে পদ্মার পাড়ে খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে পৈতৃক ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে আছে।

পরবর্তীতে কবরস্থানটি কিভাবে প্রকৃত রূপ দেয়া যায় এ ব্যাপারে ড. ইসিদোর গমেজের উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মত বিনিময়, কর্ম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। যথা -

১। কবরস্থানের জায়গাটির মালিকানার কাগজপত্র সংগ্রহ করা।

২। সীমানা নির্ধারণ ও দেয়াল নির্মাণ করা।

৩। কবরস্থানটি ধর্মীয় মর্যাদায় উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা।

ফাদার আলবার্ট রোজারিও ও ড. ইসিদোর গমেজের উদ্যোগে আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয় যে ২১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মালিকান্দা কবরস্থানে মৃত লোকদের আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হবে। এ জন্য প্রয়োজন দেখা দিল কবরস্থানটির মালিকানার কাগজপত্র আর অনুষ্ঠানটি যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

ড. ইসিদোর গমেজ মালিকান্দা কবরস্থানের কাগজপত্র বের করার ভার আমার উপর দিল। বেশ কিছু দিন তল্লাশির পর আমি পর্চা বের করতে সক্ষম হলাম। পর্চাটি হাতে পেয়ে যখন দেখলাম সব কিছু সঠিক আছে তখন সকলে আশ্বস্ত হলাম। পর্চায় খ্রিস্টান কবরস্থান রেকর্ড না থাকলে বা অন্য কারো নামে রেকর্ড থাকলে কবরস্থানটি উদ্ধার করা কঠিন হতো।

দোহার উপজেলার ৫জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা ঢাকা থাকেন- দেওয়ান মনিরুল হাসান খায়ের, মো: ইমান আলী, এস এম সালাম, আব্দুল জলিল ও মঞ্জুরুল হক সিকদার এবং আমরা ৪ জন ডমিনিক বটলেরু, ড. ইসিদোর গমেজ, আলবিন দেছা ও রবার্ট গমেজ ২৫ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে মালিকান্দা গেলাম। গোল্লা থেকে ফাদার আলবার্ট রোজারিও আসলেন। স্থানীয় লোকদের জড়ো করে সমাধিক্ষেত্রের মোটামুটি একটি সীমানা চিহ্নিত করা হলো। স্থানটি পরিষ্কার করে ও মাটি ভরাট করে সমতল করা হবে যাতে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে করা যায়।

এখান হতে আমরা দোহার উপজেলা টি.এন.ও এর অফিসে গেলাম। স্ববিস্তারে কবরস্থানের ব্যাপারে বললাম এবং অনুষ্ঠানটি যাতে ভালভাবে করা যায় সে জন্য সহযোগিতা চাইলাম। ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যানকে একই কথা বললাম। উভয়েই আমাদের কথা আন্তরিকভাবে শুনলেন এবং কবরস্থানের ব্যাপারে সব রকম সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, টি.এন.ও এবং চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ আলোচনা করে, তাদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে কবরস্থানটি স্বীকৃতি লাভের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

২১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার মালিকান্দা কবরস্থানে মৃতলোকদের আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হল। ঢাকা হতে একটি বাসে করে আমরা ৫০ জন অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। পৌঁছে দেখলাম হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল ও শুলপুর ধর্মপল্লী হতে আগত খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল কানায় কানায় পূর্ণ। অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে। অনেক উদ্দীপনা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ হলো। দোহার ভূমি অফিসের মাধ্যমে ১৬ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে কবরস্থানের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। আমাদের একজন শুভাকাঙ্খী বন্ধু মো: জুলফিকার আলী (ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব) আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। ডাক্তার শাহজাহান, কাজী রুবেল, আব্দুল মালেক মেম্বার ও কবরস্থান সংলগ্ন বাড়ীর খালাম্মা সোনাবানুর ভূমিকা অতুলনীয়।

২১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার মালিকান্দা কবরস্থানে মৃতলোকদের আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার পর হতে প্রতি বছর নভেম্বরের ২ তারিখের পরবর্তী শুক্রবার এখানে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। গত বছর ৫ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হতে আমরা ৭০ জন খ্রিস্টভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম। আঠারোগ্রামের বিভিন্ন ধর্মপল্লী হতে ৪০০ জনেরও বেশি খ্রিস্টভক্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এখনো কবরস্থানের উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয়নি। ওয়ার্ল্ড ভিশন নবাবগঞ্জ এডিপি ও কারিতাস বাংলাদেশের অর্থ সাহায্যে নালা ভরাট করে কবরস্থানে প্রবেশের রাস্তাটি তৈরী করা হয়েছে। সরকারী অর্থায়নে কবরস্থানের চারিপাশে পাকা দেয়াল ও গেট নির্মাণ করা হয়েছে। এখনো করণীয় -

১। মেইন রোড হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তাটি উচুঁ ও পাকা করা।

২। কবরস্থানের ভিতর মাটি ফেলে সমান করা ও একটি বেদী নির্মাণ করা।

৩। কবরস্থানের ভিতরে ফুল ও সৌন্দর্য বর্ধন কিছু গাছ রোপণ।

ফাদার আবেল বি. রোজারিও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মালিকান্দা সংলগ্ন সুতার পাড়া গ্রামে নানা কালু সিকদারের বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন। এই কালু সিকদার মণিপুড়ীনিবাসী রোনাল্ড শীতল গমেজেরও নানা। শীতল মার সাথে ছোটবেলায় বহুবার নানার বাড়ীতে গিয়ে ১০/১৫ দিন করে থাকতো। তার স্মৃতিতেও অনেক ঘটনা রয়েছে। আরও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পদ্মা পাড়ে খ্রিস্টান সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস উৎঘাটন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

সরকারি প্রশাসন, মালিকান্দা বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও আপামর জনগণ বিশেষ করে খালাম্মা সোনাবানু প্রথম হতে অদ্যাবধি যে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে আসছেন তা ভুলার নয়। আমরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

সম্প্রতি মাগ্রেট ডি' কস্তা কয়েক কোটি টাকা মূল্যের তার সম্পত্তি আর্চবিশপকে দান করে দিয়েছে। আমরা আশা করি আর্চবিশপ মহোদয় ঐ এলাকায় কিছু সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে খ্রিস্টের দয়া ও ভালোবাসার নিদর্শন স্থাপন করবেন। ফাদার আলবার্ট রোজারিও কিছুদিন আগে আমাদের কয়েকজনকে বলেছেন, অবসরে গিয়ে তিনি মালিকান্দা এলাকায় কাজ করবেন, আমরা তার এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর এই মহতী কাজে আমরাও শরিক হবো।

গত বছর নভেম্বর মাসে গিয়েছিলাম মালিকান্দায়। উদ্দেশ্য পূর্ব পুরুষদের শায়িতস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করা। রাস্তাঘাট চিনতে একটু অসুবিধা হয়েছে কেননা রাস্তার সংস্কার হয়েছে। একটু দূর থেকেই মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান সাইনবোর্ড দেখে ভালো লাগলো। কিছুটা সামনে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, কবরস্থানের চর্তুদিকে ওয়াল দেওয়া হয়েছে এবং গেইটটি তালাবদ্ধ আছে। যেহেতু প্রার্থনা করতে এসেছি, তাই ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। এর আগেও আমি মালিকান্দায় এসেছি, খ্রিস্টযাগ করেছি। সঙ্গতকারণে আমি কিছুটা চিনি। কিছুটা এগিয়ে গেলে সোনামুদ্দি কাকা এগিয়ে আসেন এবং আমাকে চিনতে পারেন। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় কুশলাদি বিনিময় করেন এবং আমার সাথে থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে কবরস্থানের চাবি আনতে বললে তিনি বলেন, ভিতরে গিয়ে তো কিছু করতে পারবেন না। পানি জমে আছে। এ বছর এখনো পরিস্কার করা হয়নি। আমাদের কথোপকথনের সময় আমি আমার মিডিয়া সঙ্গীদের বললাম, কবরস্থান ও এর চর্তুপাশ ভিডিওধারণ করতে। ভিডিওধারণের এক পর্যায়ে রোরখা পরিহিত একজন মহিলা বললেন, ভালো করে ভিডিও করে নিয়ে যান। এটা দেখেতো কবরস্থান মনে হয়না। কোন যত্ন নেই, কেমন জঙ্গল জঙ্গল।

মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের আশেপাশে কোন খ্রিস্টান পরিবার না থাকলেও সেখানকার কবরস্থানটিই খ্রিস্টানদের পরিচয় বহন করে চলেছে। তাই সেটির যত্নদান একান্তই দরকার। এটি হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত হলেও আমরা সকলে মিলেই পূর্বপুরুষদের শায়িত এ স্থানটিকে সুন্দর ও পবিত্র করে তুলতে পারি। সম্ভব হলে প্রতি মাসে পালা করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের কোন ধর্মপল্লী খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে গিয়ে মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে পারেন। তার আগে অবশ্য ভিতরে অনেকটা সংস্কার সাধন করতে হবে। এমনিভাবে করতে পারলে খ্রিস্টসাক্ষ্যদান যেমনি বাড়বে তেমনি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে। খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তীর মহান জুবিলী ২০০০ খ্রিস্টাব্দের উপহার হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান। যিশুর ২০২৫ জন্ম জয়ন্তীতে যিশুতে বিশ্বাসী ও নিদ্রিত আমাদের পূর্বপুরুষদের শেষ ঠিকানা মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থানটিকে আমরা কি আরেকটু পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রভাবে পেতে পারিনা!

মালিকান্দা কবরস্থানে শায়িত সকল খ্রিস্টভক্তের আত্মার চির শান্তি হোক। আমেন।।

নিজেকে বদলাও পৃথিবী বদলে যাবে!

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন, সিএসসি

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, *"মানুষের উপর কখনো আস্থা হারিয়ো না। মনুষ্যত্ব হচ্ছে সাগরের মতো, যদি সাগরের কিছু ময়লা হয়েও যায় তবুও পুরো সমুদ্র নোংরা হবে না"*। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রগামী ব্যক্তিদের একজন, প্রভাবশালী অধ্যাত্মিক নেতা ও বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। মহাত্মা গান্ধী আরো বলেছেন, *"যে ব্যক্তি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে, সে পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারে"*। মানুষ পরিবর্তনশীল ও এই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার আচরণ, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন সময়ের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও পরিবেশগত পরিবর্তন। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, "নিজেকে পরিবর্তন করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়"। আমরা পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারবোনা, কারণ পৃথিবী আমার হাতে নেই ও আমার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, কিন্তু আমার জীবন ও কাজকর্ম আমারই হাতে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। তাই মানুষ নিজেকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারে। মাদার তেরেসা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে, *"আমি একা এই পৃথিবীকে বদলে দিতে পারবোনা। তবে আমি স্বচ্ছ জলে একটি ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে বড় বড় জলতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারবো "*। তাই আসুন আমরা নিজেকে পরিবর্তন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, *"আপনি যদি পরিবর্তন চান, তাহলে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করুণ"*।

খ্যাতিমান রুশ লেখক লিও টলস্টয় বলেছেন, *"Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself"* অর্থাৎ আমরা পৃথিবী বদলাতে চাই কিন্তু নিজেকে বদলাতে চাইনা তাই পৃথিবী বদলাতে হলে সবার আগে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তন আনতে হবে। তবেই সমাজ বা পৃথিবী বদলানোর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। নিজেকে বদলাতে হলে প্রথমে নিজেকে ভালোভাবে চিনতে হবে। নিজের ব্যাপারে জানাশোনা যত বাড়বে চিন্তা ও কাজের সাফল্যও তত বাড়বে। নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বভাবের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে নিজেকে বদলানো সহজ হবে। নিজেকে জানা বা চেনা এত সহজ নয়। নিজেকে যদি ভালো করে না জানি তাহলে নিজেকে বদলাতে পারব না, আর নিজেকে বদলাতে না পারলে সমাজকে বদলানো সম্ভব না। দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে নিজেকে পরিবর্তনের জন্য, তাহলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং যে কোন ধরনের সংশয়ের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় হবে। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী গ্রিসের থেলিস বলেছেন, *"সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে চেনা এবং সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যদেরকে উপদেশ দেয়া"*। নিজেকে না বদলিয়ে সমাজ বদলানোর প্রচেষ্টা শুধু প্রচেষ্টা হয়েই থাকবে।

আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের অবস্থান থেকে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকমতো পালন করি এবং অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি তাহলে ব্যক্তি জীবনের সাথে সাথে সামাজিক জীবনের পরিবর্তন আসতে বাধ্য। পবিত্র কুরআনে লেখা আছে, *"আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার নিজেরা পরিবর্তন করে (সুরাবাদ- ১১)*। প্লেটো বার বার বলেছেন, *"নিজেকে পরিবর্তন করা মানে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা"*। আমরা যতই নিজেকে জানতে বা আবিষ্কার করতে পারবো, ততই নিজের পরিবর্তন আনতে সহজ হবে। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে পরিবর্তনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ্য করেন সেগুলো নিচে আলোকপাত করা হল:-

১। নিজেকে বদলাও: মহাত্মা গান্ধীর প্রথম পরামর্শ হলো নিজেকে বদলানো। তিনি বলেছেন যে, *"পৃথিবীকে বদলাতে হলে প্রথমে তোমার নিজেকেই বদলাতে হবে"*। আমরা যদি বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে পরিবর্তন আনতে হবে নিজের মধ্যে। তারপর আমরা অন্য কিছুর পরিবর্তন আশা করতে পারি। পৃথিবীর পরিবর্তন হলেও, যদি নিজের মধ্যে পরিবর্তন না আসে, তবে নিজের নেতিবাচক দিকগুলো কোন পরিবর্তন কখনই হবে না। তাই নিজেকে বদলানো এটাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত।

২। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর: মহাত্মা গান্ধী বলেন, *"কেউই আমাকে আঘাত করতে পারবে না, যদি আমি না চাই"*। নিজেকে পরিবর্তন করা নিজেরই হাতে। আমরা সকলে আলাদা ও নিজের নিয়ন্ত্রণ সর্ম্পূণ নিজের কাছে। আমাদের আবেগ, চিন্তা শুধুই আমাদের। অন্যদের দেখে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর পরিবর্তন হলেও যদি নিজের কোন পরিবর্তন না হয়, তাতে কোন ভালো ফল আশা করা যায় না। সেই জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এ কাজ শুধু আমারই দ্বারা করা সম্ভব।

৩। ক্ষমা করতে শিখুন: ক্ষমা করা স্বর্গীয়। দুর্বলরা কখনো এ কাজ করতে পারে না। ক্ষমা করা শক্তিশালীদের পক্ষেই সম্ভব। খারাপ কাজের মোকাবেলা অসৎ উপায়ে করলে কারো কোন ভাল হবে না, ববং অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করতে শিখুন। এটি আপনাকে অপরাধের বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। আমরা যদি অতীত নিয়ে পড়ে থাকি, তাহলে আমরা আরো দুর্বল হয়ে যাবো। তাই অতীত নিয়ে পড়ে থেকো, না বরং ক্ষমার মনোভাব নিয়ে নিজের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। তাই অতীতের ভুল, ব্যর্থতা, রাগ, হিংসা আঁকড়ে না ধরে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

৪। কাজ ছাড়া কিছু করা ঠিক না: মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, *"এক তোলা অনুশীলন এক টন কল্পনার চেয়েও অনেক উত্তম"*। কাজ না করে আসলে কোন কিছু সমাধান করা যায় না। যা পরিকল্পনা করি, তা বাস্তবায়ন করা একটু কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলেও বাস্তবায়ন করতে হবে। ঘরে বসে পরিকল্পনা করা এবং বই ঘাঁটাঘাঁটি করলে খুব একটা লাভ হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত মাঠে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা না হয়। বই হয়তো আমাদের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে কিন্তু পর্যাপ্ত অনুশীলন ছাড়া কোন কিছুই অর্জন সম্ভব নয়। সাঁতার শেখাটা কখনো বই পড়ে হবে না। এজন্য আমাদের পানিতে নামতে হবে। তেমনি কাজ ছাড়া কোন অন্য কিছু করে ভালো ফল পাওয়ার আশা করা যায়

না। তাই কথায় না বরং কাজেই ফল পাওয়া যায়।

৫। বর্তমানকে কাজে লাগান: মাদার তেরেজা, *"গতকাল চলে গেছে,আগামীকাল এখনো আসেনি, আমাদের জন্য আছে আজকের দিন, এখনই শুরু করা যাক"।* তাইতো কথায় বলে, *"গতকাল অতীত, আগামীকাল রহস্য, যা আমি দেখতে পারি বা নাও দেখতে পারি, কিন্তু আজ বা বর্তমান আমার হাতে"।* আমি বর্তমানকে যে ভাবে কাজে লাগাতে চাই সে ভাবেই পারি। বর্তমান নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ আমার আছে ও আমি ইচ্ছা করলে ভালো কিছু করতে পারি। সৃষ্টিকর্তা আমাকে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেননি। বর্তমানকে মেনে যেকোন কাজ করা অনেক ভালো। বর্তমান বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে নিজেকে সাজাতে হবে। ভবিষ্যৎ দেখা যেমন অসম্ভব, একইভাবে ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে আমাকে বর্তমানকে সঠিকভাবে লালন-পালন করতে হবে। যে মুহূর্তে আমরা বেঁচে থাকি সেই মুহূর্তটাকে নিয়েই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। পরবর্তী মুহূর্তের আশায় বর্তমানকে নষ্ট করা বোকামি ও সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬। প্রত্যেকেই মানুষ: আমরা নিজেকে অন্য মানুষের মতোই মনে করবো, যারা সবসময় ভুল করে, তবে নিজের ভুল স্বীকার করার সৎ সাহস থাকতে হবে। মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমরা মাঝে মাঝে ভুল পদক্ষেপ নিয়ে থাকলেও, ভুল করে হতাশ হলে চলবে না। ভুল শুধরে নিয়ে সামনে এগোতে হবে। পৃথিবীতে যে ব্যক্তিরা অনেক কিছু অর্জন করেছেন তারা প্রত্যেকেই মানুষ। চাঁদে যাওয়া থেকে শুরু করে এভারেস্ট আরোহী প্রত্যেকেই রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। আমরাও তেমন একজন মানুষ। তারা পারলে আমরাও পারবো। তারা কেউই বিশেষ কিছু ছিলেন না। তাদের ইচ্ছাশক্তিই তাদের এমন অর্জনে সহায়ক হয়েছে। তাই নিজেকে নিয়ে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা না করে বরং হতাশা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে হবে। এভাবে চেষ্টার মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন করা যাবে।

৭। ধৈর্যশীলতা: মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, *"প্রথমে তারা তোমাকে অবজ্ঞা করবে, তারপর তোমাকে দেখে হাসবে, তারপর ঝগড়া করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় তোমারই হবে"।* জীবনে চলার পথে ধৈর্য ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়ার পথে সহায়ক হবে। আমরা সহনশীল হতে পারলে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো ও আমাদের চারপাশের প্রতিবন্ধকতা আস্তে আস্তে দূর হতে শুরু করবে। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংস আন্দোলনে সফল ছিলেন কারণ তাঁর অনুসারীরা সবাই ধৈর্য্য ধরে তার পাশে ছিলেন। কেউই তাকে ত্যাগ করেননি। নিজেকে পরিবর্তন করতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ধৈর্য্যশীল হয়ে চলা খুবই প্রয়োজনীয়।

৮। মানুষের ভালো খুঁজে বের করুন ও সাহায্য করুন: মহাত্মা গান্ধীর মতে, *"কোনো ব্যক্তি তখনই মহৎ হয় যখন সে মানুষের ভালো করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে"।* প্রত্যেকটি ব্যক্তির মাঝে ভালো কিছু অবশ্যই আছে। একই সঙ্গে কিছু খারাপ গুণাবলী থাকাও স্বাভাবিক। আমাদেরকে অন্যের ভালো গুণাবলীর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তবেই আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভালো মনোভাব ও পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতায় কোন কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব।

৯। সৎ ও নির্ভেজাল থাকুন: সৎ চিন্তা ও কাজের মধ্যেই সাফল্য নিহীত। আমাদের সামাজিক গুণাবলী ও প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে নিজের কাছে সৎ থাকাটাই বেশি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের কাছে সৎ ও খাঁটি থাকতে হবে। আমরা নিজেকে নিয়ে যে ভাবে চিন্তা করি, সেভাবে উপস্থাপন করতে পারলে নিজের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও নিজের পরিবর্তন করা অনেক সহজ হয়ে উঠে। আমাদের চিন্তা ও কাজের সমন্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক মানুষই কাজ ও কথায় সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না। আমরা নিজের কাছে সৎ থেকে ও সৎ কাজ করে পৃথিবী বদলাতে পারি।

১০। নিজেকে বিকশিত হতে দিন: আমাদের গুণাবলীকে বিকশিত হতে দিতে হবে ও নিজেই এর বিচারক হতে হবে কিন্তু প্রতিভা বিকশিত হতে না দেয়া বোকামি, সেটা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। অবশ্যই আপনি নিজেই ভালো বুঝবেন যে নিজেকে নিয়ে কি করবেন। কিন্তু যে কোন বস্তুই বিকশিত হতে দেয়া মানে প্রকৃতির নিয়মকেই অনুসরণ করা। যখন কোন মানুষ বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, তখন সে নিজেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে পারে, পারে নিজেকে বদলাতে।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, *"আপনি যদি পরিবর্তন চান, তাহলে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করুন"।* পৃথিবীকে বদলাতে হবে, নিজেকে বদলানোর মধ্য দিয়ে। নিজেকে পরিবর্তন করা মানে হলো নিজের জীবনকে পরিবর্তন করা। প্লেটো যেমন বলেছেন, *"নিজেকে পরিবর্তন করা মানে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা"।* তাই আসুন নিজেকে ভালো করে আবিষ্কার করি, নিজেকে জানি, ক্ষমা করতে চেষ্টা করি, ধৈর্যশীল হই, ভুল করে থাকলে স্বীকার করি, অন্যকে সম্মান করি, সৎ পথে চলতে চেষ্টা করি, অন্যদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই, সময়কে সৎভাবে ব্যবহার করি, ভালো কিছু করার সুযোগ গ্রহণ করি। অতপর, নিজেকে বদলাই, দেখব পৃথিবী বদলে গেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

- শিক্ষা মনোবিদ্যা, সুশীল রায়
- ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট
- পবিত্র বাইবেল
- দৈনিক খবরের কাগজ।

মৃত্যু তুমি বিভীষিকা

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

ওরে মৃত্যু, তুমি যে বড়ই ভয়ংকর
তুমি অভিশপ্ত, তুমি স্বার্থপর,
তুমি কেবলই নিজেকে ভালোবাস
কেন তুমি এমন বল?
অন্ধকারে তুমি বিভীষিকা
তোমায় ভাবতে বড়ই ভয় লাগে,
চাইনা তোমায় নিয়ে ভাবতে
তবুও তুমি চলে আস মনেরই ভাবনায়।
কবর পানে চাহিলে তোমার কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে যাদের ভালোবাসি, হারিয়েছি
প্রিয় সেই তারই কথা,
যদিও জানি, জীবনের শেষ ঠিকানা তুমি
তবুও বলব তুমি অতি স্বার্থপর।
তুমি তো সময়ও দাও না বল?
শুধু নিঃস্তেজ করে দাও দেহখানি,
কি করে ভাববো তোমায় বল?
তাই তো চাই না তোমায় নিয়ে ভাবতে।
প্রিয়জনকে হারিয়ে, মৃত্যুর মুহূর্ত নিয়ে
বেঁচে থাকা সে বড়ই কষ্টের, ব্যাথা তো
হৃদয় বিদারক,
হ্যাঁ, রে মৃত্যু তুই থাকিস কি করে এত
শান্ত হয়ে?
বলনা রে নীরব কবরের মাটি, নিথর দেহ
পড়ে থাকিস
নেই কোন চিন্তা, কোন অভিযোগ, কোন
ছলনা
খোলা চিঠির আছে রে উত্তর ওহে মৃত্যুদূত?

সংস্কার সাধন

বেঞ্জামিন গমেজ

সংস্কার বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি নতুনত্ব কোন কিছু করা যার মূল লক্ষ্য হবে: মন মানসিকতার উন্নতি সাধন/ উৎকর্ষ সাধন/ জরা জীর্ণের মেরামত করা, ভুল সংশোধন করা/ক্ষতিকর নীতিমালা দূর করে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক উন্নতি বা পরিত্রাণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা/পথভ্রষ্ট বা বিপথগামীদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা/সার্বিক মুক্তি বা পরিত্রাণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যাবতীয় সংস্কার সাধনের চাক্ষুষ প্রমাণ পবিত্র বাইবেল।

আদম হবা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপে পতিত হল। ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হল। ঈশ্বর পবিত্র, তাই ঈশ্বর এবং পাপ পাশাপাশি থাকতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। তাই ঈশ্বর নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন মানুষকে তথা মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন যেন সকল মানুষই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। মানুষের পরিত্রাণ সাধনই ঈশ্বরের পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাববাদীদের ডাক দিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ভাববাদীদের ধারাবাহিক কর্ম্যকাণ্ডের মাধ্যমে মানব জাতিকে প্রস্তুত করে তুললেন মুক্তিদাতা যিশুকে গ্রহণ করার জন্য। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী এবং নতুন নিয়মের প্রথম ভাববাদী দীক্ষাগুরু যোহন মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। জর্ডান নদীতে জনগণকে দীক্ষাস্নাত করে প্রভু যিশুর আসার পথ প্রস্তুত করে তুলেছেন। মানুষকেও প্রস্তুত করে তুলেছেন প্রভু যিশুকে গ্রহণ করার জন্য। এই প্রস্তুতির পরিপূর্ণতা লাভ করে কুমারী মারীয়ার মাধ্যমে। ভাববাদীগণ সংস্কার সাধনের অংশীদার।

সংস্কার সাধন তথা মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর নিজ পুত্রকে পাঠালেন এই পৃথিবীতে। শুরু হল নতুন নিয়ম, এখন আমরা নতুন নিয়মের মানুষ। যিশু নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন কাথলিক মণ্ডলী। আমরা মণ্ডলীর সন্তান তথা ঈশ্বরেরই সন্তান। যিশু নির্যাতিত হয়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে আমাদের পরিত্রাণের পথ খুলে দিলেন। এটাই পরিত্রাণের জন্য সব চেয়ে বড় সর্বজনীন সংস্কার সাধন।

বর্তমানে মাতা মণ্ডলীও প্রয়োজনের তাগিদে এবং খ্রিস্টভক্তদের উপযোগী অনেক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলটাই সংস্কার মূলক উপযুক্ত প্রমাণ।

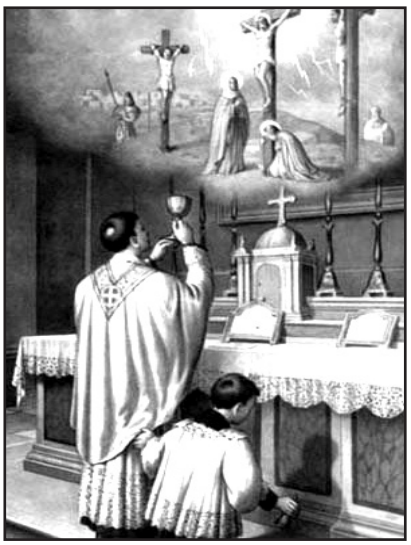

১ নং ছবি

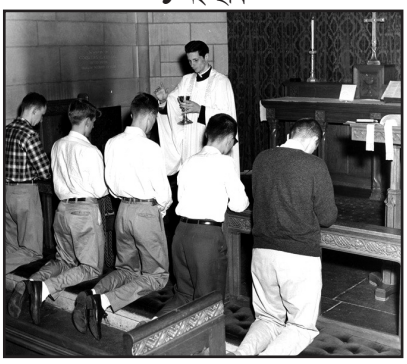

২ নং ছবি

১ নং ছবিতে দেখা যায় দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার আগে মীসার সময় পুরোহিত খ্রিস্টভক্তদের দিকে তাকাত না, তাকিয়ে থাকত প্রসাদ সিন্দুকের দিকে। খ্রিস্টভক্তগণ থাকত পুরোহিতের পিছনে। ২ নং ছবিতে দেখা যায় কমূনিয়ন গ্রহণ করার সময় খ্রিস্টভক্তগণ সারিবদ্ধভাবে হাঁটুপাত করে কমুনিয়ন গ্রহণ করত। এই সময় বছরের সকল শুক্রবার মাংসাহার ত্যাগ করার নিয়ম ছিল। মাংস আমাদের প্রধান খাদ্য নয়, তাই মাংস না খাওয়া কোন প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে পরে না। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় খ্রিস্টযাগে স্থানীয় সংস্কৃতি সংযুক্ত করার অনুমোদনও করা হয়েছে। বর্তমান মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টযাগে ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ সবই সংস্কার সাধন। মণ্ডলী যে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত এসব সংস্কার সাধন তারই প্রমাণ। মণ্ডলীর কর্মকাণ্ডের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সংস্কার সাধনের অন্তর্ভুক্ত। এক সময় পোপগণ ভাতিকান সিটিতেই অবস্থান করত অর্থাৎ ভাতিকান সিটির বাহিরে যাইতো না, এখন পোপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে খ্রিস্টভক্তদের অতি নিকটে এসেছেন এবং নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। এটা বৃহত্তম গঠনমূলক সংস্কার সাধন।

বর্তমানে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ অনেক সচেতন। মণ্ডলীর কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। অনেক ধর্মপল্লীতে আছে প্যারিস কাউন্সিল ও বিভিন্ন সংঘ সমিতি, খ্রিস্টভক্তদের বৃদ্ধি পেয়েছে সচেতনতা ও নেতৃত্ব। এখানে আরও একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক আর সেটা হল: ধর্মপল্লীর আয়-ব্যয় সম্পর্কে। দেশ থেকে বা বিদেশ থেকে কি পরিমাণ অর্থের যোগান হয় তা জানা থাকলে সকলেরই দানের ব্যাপারে উৎসাহ বাড়বে।

সংস্কার সাধনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন সাক্রামেন্ত। বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে বর্তমানে ক্লাশ করতে হয়, এটাও সংস্কার সাধন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া যেন সুফলদায়ক হয় সেই ব্যাপারেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

৭টি সাক্রামেন্তের মধ্যে পাপস্বীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্রামেন্ত যার মাধ্যমে আমরা পাপমুক্ত হয়ে নিজেদের সংস্কার সাধন নিজেরাই করতে পারি।

প্রভু যিশুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজের জন্য আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা বাবা, মা ও সন্তান সকলের জন্যই রয়েছে সংস্কার সাধনের অংশীদারিত্ব। পারিবারিক জীবনে বাবা মা হিসাবে সন্তানদের সঠিক গঠন দানের মাধ্যমে সংস্কার সাধনের গুরু দায়িত্ব পালন করে থাকি। আসলে আমরা সকলেই সংস্কার সাধনের অংশীদার। সার্বিক সংস্কার সাধনের জন্য বাইবেলের বাণী অনুসরণই যথেষ্ট।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার সংস্কার সাধনের অঙ্গীকার করেছেন, দায়িত্ব পালনও করছেন। এটা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। সফল হোক এই সংস্কার সাধনের অঙ্গীকার।

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"!

নাম: জন ফ্রান্সিস গমেজ
জন্ম: ৩১ জুলাই ১৯৫২
মৃত্যু: ১৪ নভেম্বর ২০২১
গ্রাম: ছোটগোল্লা
বাড়ি: নতুন বাড়ি

পাপা সময়ের আবর্তে বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই বেদনা বিধুর দিনটি, ১৪ নভেম্বর ! সন্ধ্যা নামতেই এক বৈরী বাতাস শোকাচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল আমাদের পরিবারকে। আজ মৃত্যুর ৩য় বছরে তোমার বিয়োগব্যাথা তেমনি রক্তক্ষরণ করে তোমার প্রিয় পরিবারের প্রত্যেকের মনে। স্মৃতিগুলি তাজা সুবাস ছড়ায়, মনে হয় এইতো সেদিনও আমরা সবাই এক টেবিলে বসে খেতাম, হৈ হুল্লোড় করতাম । যে তুমি কখনো আমাদের ছেড়ে থাকতেনা, আজ তিন বছর হতে চলল তুমি ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে ! তোমার প্রয়াণে আমরা শোকবিহ্বল কিন্তু জানি তুমি পরম পিতার অনন্তধামে অসীমের আনন্দ লাভ করবে । তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসার আদর্শ যেন তোমার চার সন্তান ও ছয় নাতি নাতনী বহন করতে পারি স্বর্গ থেকে সেই আর্শীবাদ দান কর আমাদের পরিবারকে। তোমার ভালবাসার সেই নিখাদ বন্ধন যেন আমাদের চার ভাইবোনকে বেঁধে রাখে এক সুঁতোয়, জীবন শেষে আমরা যেন আবার মিলিত হই ঈশ্বরের রাজ্যে।

শোকার্ত চিত্তে
তোমারই প্রিয়জন

স্ত্রী: এলিজাবেথ সুনীতি গমেজ
মেয়ে: এ্যানেট ঝুমুর গমেজ
বড় ছেলে ও পরিবার: কনরাট জুয়েল গমেজ ও এ্যাগ্নেস রিংকু গমেজ
মেঝো ছেলে ও পরিবার: ডেজমন্ড সঞ্জীব গমেজ ও জুলিয়েট জেসি গমেজ
ছোট ছেলে ও পরিবার: বার্ণাড রাজীব গমেজ ও রোজমেরী বর্ণা গমেজ
স্নেহধন্য নাতি নাতনীবর্গ: এলিজাবেথ শ্যারণ গমেজ, ফ্রান্সিস অভিষেক গমেজ, ডমিনিক অরিজিৎ গমেজ, এহুনী অর্ঘ্য গমেজ, ফ্রান্সিসকা পূর্ণতা গমেজ, ফ্রান্সিসকা আরোহী গমেজ
ভাই বোনেরা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব।

বিজ্ঞ/১৯০/২৪

ইতালির তীর্থযাত্রীদের জন্য সুখবর !

আমরা অনলাইন ফাইল প্রসেসিং সার্ভিস (Online Service) চালু করেছি। সারাদেশ থেকে ঘরে বসেই আমাদের অনলাইন সার্ভিস পাবেন। **আমাদের অনলাইন লিংক:** https://forms.gle/Tcn7y6HvK1WbaTZq6

তীর্থ ভ্রমণের জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801

বিশ্বব্যাপী **Student Visa** প্রসেসিং - এর পাশাপাশি USA & Japan-এ ভিসা প্রসেসিং এর বিশেষ সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে।আপনি পরিবার সমেত যেতে পারবেন।

Job Vacancy Announcement Job Title: Accountant

Employment Status: Full-time
Workplace: Work at Baridhara
Educational Requirements:
Bachelor's & Master's degree in Accounting **Salary:** Negotiable

Experience Requirements :
Candidates with 0-1 year experience can apply.
Freshers are also encouraged to apply.

Compensation & Other Benefits: • Mobile bill • Salary Review: Yearly • Festival Bonus: 2

Additional Requirements	
Financial Statements	Invoice Preparation
Records Reconciliation	Accounts Management
Compliance Assurance	Budget Assistance
Bank Reconciliation	Manager Support
Spending Monitoring	Data Collaboration

Please email your CV with recent photograph by 28 November, 2024 at gvabd.edu@gmail.com

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুন।
হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২ (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে এবং বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৯১/২৪

স্বাস্থ্যকথা

ঘন ঘন হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে

হাত-পা অবশ বা অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা যে কারোরই হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এটি সাময়িক সময়ের জন্য হয়। কারও আবার ঘন ঘন এ সমস্যা অনুভূত হয়। এমন হলে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া হতে পারে মারাত্মক কিছু রোগের পূর্ব লক্ষণ।

ডায়াবেটিস

অনেক মানুষই ডায়াবেটিসে ভুগে থাকেন। পেরিফেরাল স্নায়ুরোগের একটি সাধারণ কারণ। এর ফলে পায়ের পাতা অবশ হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়, যা আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে।

এ রোগে শুধু শরীরের একটি অঙ্গই আক্রান্ত হয় না; কিডনি রোগ, ভাস্কুলার ডিজিস্, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী টিউমার বা দুর্ঘটনায় কোনো স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তা পুরো শরীরের ওপর এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এসব প্রতিক্রিয়ার উপসর্গ হিসেবে শরীরের যেকোনো অংশ অবশ হতে পারে।

মাল্টিপল সেকরোসিস

প্রাথমিক অবস্থায় অবশ হয়ে যাওয়ার অনুভূতি হালকা থাকলেও ঘন ঘন এমন হলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং চিকিৎসককে দেখানো উচিত। কারণ, এটি মাল্টিপল সেকরোসিসে পরিণত হতে পারে। এ সমস্যার ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের মায়োলিন সিথ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে ভারসাম্যের ওপর প্রভাব পড়ে, মাথা ঘোরায় এবং ক্লান্তি ভর করে।

পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ

এ রোগে মস্তিষ্ক, বাহু ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যে ধমনি রক্ত সরবরাহ করে নিয়ে যায়, তাতে প্লাকের সৃষ্টি হয়। ফ্যাট, ক্যালসিয়াম, ফাইবারাস টিস্যু ও কোলেস্টেরলের কারণে প্লাক গঠিত হয়। চিকিৎসা না করলে প্লাক জমে শক্ত হয়ে যায় এবং ধমনির পথ সরু করে দেয়। এর ফলে পায়ের ওপর প্রভাব পড়ে এবং ওই অংশে সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

নিউরালজিয়া

স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তীব্র ব্যথা ও জ্বলুনির অনুভূতি হতে দেখা যায়। শরীরের যে কোনো স্থানেই হতে পারে এ রোগ। বিশেষ করে সংক্রমণ ও বয়সের কারণে হতে পারে এ রোগ।

স্ট্রোক

হৃৎপিণ্ডে যদি পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ না হয়, তাহলে স্ট্রোক হয়। বিশেষ করে রক্তনালিতে ব্লকেজ হলে এমন হয়। স্ট্রোকের প্রথম লক্ষণ বাঁ হাত অবশ হওয়া, যা হাতের তালু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ করে দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন, ভারসাম্য নষ্ট হয়, কথা বলায় সমস্যা এবং হাত, মুখ ও পা অবশ হয়ে যায়।

ডা. এনামুল হাকিম

লেখক : ভাস্কুলার সার্জন, এনআইসিভিডি

কোমর-পিঠের ব্যথা দূর করবেন যেভাবে:

কোমর-পিঠের ব্যথা পরিচিত সমস্যা। একসময় বয়স্কদের মধ্যে দেখা গেলেও আজকাল ৩০ বছরের নিচে অনেকে এ সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণত অফিসে একটানা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে বসে কাজ করার কারণে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা কোমরের ব্যথায় ভুগছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন কেউ কেউ।

চিকিৎসকরা বলছেন, বয়সজনিত কারণ ছাড়াও নানা কারণে কোমরে ব্যথা হতে পারে। সারাক্ষণ মোবাইলে মুখ গুঁজে বসে থাকা, ল্যাপটপের সামনে বসে কাজ, মেরুদণ্ডের সমস্যা ইত্যাদি কারণে ৩০-এর আগেই কোমর-পিঠের ব্যথা নিয়ে ঘুরছেন অনেকে। তবে ব্যথার ওষুধ বা ইনজেকশন ছাড়াও জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনলে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। জেনে নিন, কীভাবে যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলবে।

শরীরচর্চা

কোমরের যন্ত্রণা শুরু হলে সে সময় নড়াচড়া করাই মুশকিল হয়। কিন্তু ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকরা বলছেন, একটু কষ্ট করে যদি সাধারণ কয়েকটি যোগাসন ও স্ট্রেচ করা যায়, তবে আরাম মিলবে। ব্যথা কমলে সাঁতার বা অ্যারোবিক্সও করা যেতে পারে। তবে এক দিনেই ফল মিলবে, এমনটা আশা করা যায় না। নিয়মিত করলে তবেই উপকার পাওয়া যাবে। ব্যথা হলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ধুমপান

মেরুদণ্ডে কোনো রকম সমস্যা হলে তা থেকে রেহাই পেতে ধুমপায়ীদের অনেকটা সময় লেগে যায়। যারা ধুমপান করেন না, তারা মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা থেকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন।

পর্যাপ্ত ঘুম

ঘুমের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ জড়িয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘুম কম হলে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে। শরীরের বিভিন্ন পেশি, স্নায়ু সারাদিন কাজ করার পর এ সময়েই শিথিল হয়ে পড়ে। পরের দিনের জন্য রসদ সংগ্রহ করে ঘুমের মধ্যেই। তাই সুস্থ থাকতে গেলে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি।

শিশু খেতে না চাইলে করণীয়:

অনেক মা অভিযোগ করেন, তাঁর শিশু খেতে চায় না। খাওয়ানোর ব্যাপারে অনিয়মই হচ্ছে শিশুর খেতে না চাওয়ার প্রধান কারণ। অনেক মা শিশুর খাবারের মাঝখানে তাকে অনিয়মিতভাবে বিস্কুট, ফল, চকলেট, আইসক্রিম ইত্যাদি খেতে দেন। কেউ কেউ নিয়ম করে ৬টায় দুধ, ৮টায় ডিম, ১০টায় দুধ, ১২টায় স্যুপ এ রকম ইচ্ছামতো চার্ট বানিয়ে খাওয়ান। অনেকে আবার শিশুকে নিয়ম অনুযায়ী খাওয়ানোর মাঝে কান্না মাত্রই মায়ের দুধ খাওয়ান। কোনো কোনো বাড়িতে শিশু নিজের খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়েও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে খায়। আবার অনেক মা তাঁর শিশু ৭টার সময় পেট ভরে খায়নি বলে ৮টার সময় তাকে আরেকবার খাবার দেন, ৯টার সময় আবার চেষ্টা করেন এবং এমনিভাবে সারাদিন ধরেই চেষ্টা চলতে থাকে। এসব অভ্যাসই শিশুর জন্য ক্ষতিকর। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, খাবার হজম হলেই শিশুর খিদে লাগবে। আপনি যদি খাওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে শিশুকে কিছু খাওয়ান, তবে ক্ষতি হবে। অনেক শিশু স্কুল থেকে ফিরেই বিস্কুট ফল বা ফলের রস ইত্যাদি খায়। তার এক ঘণ্টা পরই হয়তো তার দুপুরের খাওয়ার সময়। তখন শিশু ঠিকমতো সে খাবারটা আর খেতে চাইবে না। কারণ, এরই মধ্যে তার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক শিশু সারাদিন ইচ্ছামতো যখন-তখন বিস্কুট, চকলেট, আইসক্রিম, ফল ইত্যাদি খেয়ে পেট ভর্তি করে রাখে; কিন্তু খাওয়ার সময় কিছুই খায় না। এসব অভ্যাসও ক্ষতিকর।

কিছু টিপস:

১. প্রথমেই বয়স অনুযায়ী শিশুর কী পরিমাণ সুষম খাদ্য প্রয়োজন, তা মাকে জানতে হবে।

২. খাওয়া নিয়ে জোর করবেন না; তাহলে খাওয়ার প্রতি তার কোনো উৎসাহ থাকবে না।

৩. সব ধরনের খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করুন। শুধু মুরগির মাংস, গরুর মাংস বা ডিম দিয়েই ভাত খাবে- এমন অভ্যাস করাবেন না। খাবার পরিবেশনে একটু ভিন্নতা আনতে পারেন।

৪. খিদে বাড়ানোর জন্য তাদের খেলতে দিন। শিশুকে খাবার শেষ করার জন্য প্রাইজ দিন। এতে সে উৎসাহিত হবে।

দু-তিন বছর বয়স থেকেই শিশুকে নিজ হাতে খেতে দিন।

৫.শিশুকে ঘরে তৈরি খাবারের সঙ্গে অভ্যস্ত করুন। শিশুর পছন্দ-অপছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখুন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবারের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬.শিশুকে একনাগাড়ে বেশি খাওয়াবেন না। অল্প অল্প করে ঘন ঘন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

৭. বাজার করার সময় যদি সম্ভব হয় আপনার শিশুকে নিয়ে যান। নানা ধরনের শাকসবজি, ফলমূল, মাছ চেনাতে থাকুন।

লেখক: শিশু বিশেষজ্ঞ

আলোচিত সংবাদ

রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে সংস্কার বাদ দিয়ে নির্বাচন হবে- ড. ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সরকার, নির্বাচন ও সংস্কারের কাজ একসঙ্গে চলছে। তবে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো যদি চায় সংস্কার ভুলে যাও, নির্বাচন দাও, তাহলে তা-ই করব। সম্প্রতি আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের (কপ২৯) ফাঁকে আল-জাজিরাকে সাক্ষাৎকার দেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এক প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, সাধারণত নিয়মিত সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। মানুষ সরকারের মেয়াদ কম চায়। সংবিধানে নতুন করে চার বছরের প্রস্তাব করা হচ্ছে। সুতরাং এটা চার বছর বা তারও কম হতে পারে। পুরোটা নির্ভর করছে মানুষ কী চায়, রাজনৈতিক দলগুলো কী চায় তার ওপরে।

'বাতিল হচ্ছে হাতে লেখা কার্ডের প্রচলন, স্মার্ট কার্ডেই টিসিবির পণ্য'

একটি পরিবার থেকে একজন টিসিবি কার্ড দেওয়ার কথা থাকলেও প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায় একাধিক ব্যক্তি এই সুবিধা নিচ্ছেন। ফলে 'প্রকৃত সুবিধা দরকার' এমন অনেকেই এই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে এই অবস্থা আর থাকছে না। বাতিল হচ্ছে হাতে লেখা কার্ডের প্রচলন। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের ১ জানুয়ারী থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করবে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)।

শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়ে রমজান উপলক্ষে আগাম প্রস্তুতিবিষয়ক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়। এ সময় সংস্থাটির মুখপাত্র বলেন, একটি পরিবার থেকে যেন এক ব্যক্তির বেশি না পায়। এজন্য স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করা হচ্ছে।

'আমিও তো বাজারে যাই, আমারও দুঃখ লাগে'- অর্থ উপদেষ্টা

দ্রব্যমূল্যে চরম উর্ধ্বগতি নিয়ে নিজের খারাপ লাগার কথা জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি গত মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমরা মানুষকে ধৈর্য্য ধরতে বলি। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ধৈর্য্য ধরা কঠিন। তিনি বলেন, এক হাজার টাকা নিয়ে বাজারে গেলে অল্প কিছু বাজার করা যায়। আমিও সেটা টের পাই, আপনারা সবাই টের পান। আমিও নিজে বাজারে যাই, আমারও দুঃখ লাগে।

অবশেষে ঢাকায় 'ব্যাটারিচালিত রিকশা' বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের'

ঢাকা মহানগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। রাজধানী ঢাকার সড়কে অবৈধভাবে চলছে প্রায় ৮ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা। রাজধানীর মূল সড়কের চেয়ে অলিগলিতে ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল বেশি। সুযোগ পেলে মূল সড়কেও দাপিয়ে বেড়ায় এসব রিকশা। রাজধানীর খিলগাঁও, মান্ডা, বাসাবো, মানিকনগর, রামপুরা, বাড্ডা, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী, কদমতলী, সবুজবাগ, শ্যামপুর, ডেমরা, মোহাম্মদপুর, বছিলা, উত্তরা, ভাটারা, দক্ষিণখান, উত্তরখান, ময়নারটেক, মিরপুর, পল্লবী এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশার সংখ্যা বেশি। ফলে ঘটছে নিয়মিত দুর্ঘটনা। অনেকে আহত হচ্ছেন, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন কয়েক দফা অভিযান চালালেও থেমে নেই অবৈধ এসব বাহনের দৌরাত্ম।

পোপ ফ্রান্সিস ও ড. ইউনূসের নামে রোমে 'থ্রি- জিরো ক্লাব'

মানবতার জন্য একটি রূপান্তরমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের প্রয়াসে রোমে 'পোপ ফ্রান্সিস ইউনূস থ্রি-জিরো ক্লাব' চালু করা হয়েছে। কাথলিক চার্চের আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস যৌথভাবে এই উদ্যোগটি নিয়েছেন।

'থ্রি-জিরো ক্লাব' রোমের প্রান্তিক সম্প্রদায়ের যুবকদের জন্য আশার বাতিঘর হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এটি তাদের উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ ও স্থায়ী সমাধান তৈরির একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করবে বলে তারা আশাবাদী।

রোমের ভিকার জেনারেল কার্ডিনাল বালদো রেইনাকে লেখা এক চিঠিতে নোবেল শান্তি বিজয়ী প্রফেসর ইউনূস বলেছেন, এই পদক্ষেপে তিনি 'গভীরভাবে সম্মানিত' বোধ করছেন। তিনি বলেন, এই অসাধারণ উদ্যোগটি পোপ ফ্রান্সিসের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি রূপান্তরমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের জন্য আমার নিজের আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক।

দিল্লির সব স্কুল বন্ধ

বিষাক্ত বাতাসের কারণে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির স্কুলগুলোতে সোমবার সশরীরে পাঠগ্রহণ বন্ধ ছিল। কর্তৃপক্ষ পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে অনলাইনে পাঠদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবস্থা কতটা খারাপ তা বিষাক্ততার মাত্রা পরীক্ষা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দৈনিক সহনীয় সর্বোচ্চ বিষাক্ততার মাত্রার চেয়ে নয়াদিল্লির বাতাস ৬০ গুণ বেশি বিষাক্ত।

বাতাসের বিষাক্ততার ভয়াবহতা তুলে ধরে নয়াদিল্লিতে সুবোধ কুমার নামে ৩০ বছর বয়সি একজন রিক্সাচালক বলেন, গত কয়েকদিন ধরে আমার চোখ ক্রমাগত জ্বলছে। তিনি বলেন, দূষণ থাকুক আর না থাকুক আমাকে রাস্তায় বের হতেই হবে। এ অবস্থায় এখন আমি কোথায় যাব? আমাদের ঘরে বসে থাকার কোনো উপায় নেই, আমাদের জীবনযাত্রা, খাবারের যোগান সবকিছুই খোলা জায়গায়।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গত মাসে এক রুলিংয়ে বলে পরিষ্কার বাতাস পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। আর সেটি নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশনাও দেন আদালতে।

আবারও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হলেন 'হরিনি আমারাসুরিয়া'

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হরিনি আমারাসুরিয়াকে পুনরায় নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমার দিশানায়েকে। গত সোমবার (১৮ নভেম্বর) তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রবীণ রাজনীতিক বিজিথা হেরাথকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমারসুরিয়া তার দলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সিরিমাভো বন্দরনায়েকে ও চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার পর তৃতীয় নারী, যিনি লঙ্কান প্রধানমন্ত্রীর হিসেবে দায়িত্ব পেলেন।

শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে বছরের পর বছর ধরে পারিবারিক আধিপত্য চলেছে। তবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দিশানায়েকে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই প্রথার অবসান ঘটেছে। গত সেপ্টেম্বরে দিশানায়েকে প্রধানমন্ত্রী পদে আমারাসুরিয়াকে নির্বাচিত করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন হেরাথকে। নতুন সরকারে তিনি তাদেরকেই পুনর্নিয়োগ দিলেন।

১. তথ্যসূত্র: *প্রথম আলো (https://www.prothomalo.com/bangladesh/mmodxg9zd8)*

২. তথ্যসূত্র: *ভোরের পাতা (https://www.dailyvorerpata.com/news/105573)*

৩. তথ্যসূত্র: *দৈনিক খবরপত্র (https://khoborpatrabd.com/archives/161955)*

৪. তথ্যসূত্র: *ভোরের পাতা (https://www.dailyvorerpata.com/news/106072)*

৫. তথ্যসূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক (https://www.ittefaq.com.bd/707349)*

৬. তথ্যসূত্র: *সময়ের আলো (https://www.shomoyeralo.com/news/294101)*

তথ্যসূত্র: *আমার সংবাদ (https://www.amarsangbad.com/international/news/297793)*

এক জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচার কেচ্ছা

ভাষান্তর : ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

একদা এক গভীর বনে এক জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচা বাস করতো। বনের সব প্রাণীই বৃদ্ধ পেঁচাটির জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। একদিন, এক ঝাঁক তরুণ পাখি তাদের সুন্দর ভবিষ্যত প্রস্তুতি সম্পর্কে তার পরামর্শ নিতে আসলো। জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচা মনোযোগের সাথে তরুণ পাখিদের দুশ্চিন্তার কথা শুনে তাদের বললো, তোমরা ভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করবে, যদি সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। তবে, সুন্দর সাফল্যের জন্য তোমাদের অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে।

প্রথমে ছোট-ছোট পাখির দল জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচাকে জিজ্ঞেস করলো, এটা কিভাবে সম্ভব হবে। জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচা বিষয়টি বুঝাতে-ই একটা উঁচু গাছের ডালের উপর গিয়ে বসলো এবং ছোট পাখিদের তাকে অনুসরণ করতে বললো। ছোট পাখির দল যখন উঁচু গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসলো, তখন জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচাটি চারদিকে দেখিয়ে সবাইকে একবার তাকাতে বললো। উঁচু গাছের ডাল থেকে চারদিকের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলো তারা। এমনকি তারা কয়েক মাইল দূরের দৃশ্যও দেখতে পেল।

যেখান থেকে গোটা বনকে দেখা যায়, এমন আরও উঁচুতে ছোট পাখিগুলোকে উড়তে বললো বৃদ্ধ পেঁচাটি। তারা সেখানে অনেক ফলমূল এবং ফলের গাছ দেখতে পেলো। আরও দেখলো যে, কিভাবে সেখানে শিকারীরা লুকিয়ে থাকে। শেষে জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচাটি বললো, এসব জ্ঞানই তোমাদের সাহায্য করবে ভবিষ্যত পরিকল্পনা করতে ও প্রস্তুতি নিতে।

ছোট্ট পাখিগুলো রীতিমত অবাক হলো। তারা কখনই এতো উঁচু গাছ থেকে গভীর বনকে সুন্দর ও পরিষ্কার করে দেখেনি। তারা উপলব্ধি করলো যে, জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচাটি সত্যিকার অর্থেই জ্ঞানী। কাজেই, সাফল্য অর্জন করতে হলে তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিতে হবে ভবিষ্যতের জন্য।

সুতরাং ছোট্ট বন্ধুরা, আমাদের ভবিষ্যত সুন্দর করতে হলে ছোট পাখিদের মত পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা সাফল্যের চাবিকাঠি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *The Wise Owl*

Source : Google

শব পালকী

সপ্তর্ষি

শব পালকী এসেছে দুয়ারে
সাজাও মোরে নতুন সাজে
যাব আমি পালকীতে চড়ে
না ফিরার ঐ রম্য দেশে।

চারজনে চার কাঁধে করে
নিবে আমায় কবর ঘরে
শূন্য কবর তখন পূর্ণ হবে
থাকবে মাটির দেহ পড়ে।

আত্মীয়-স্বজন সব যাবে সাথে
এক মুঠো মাটি কবরে দিতে
জগতের সঞ্চয় দিবে না মোরে
ধুলির মতো সব থাকবে পড়ে।

জগতের এই রং মহলে
রঙ্গ রসে দিন কাটিয়ে
সুখের খেলায় মত্ত থেকে
ভূলে ছিলাম নয়া জীবনের।

শব পালকী আমায় বলল শেষে
যাও ভাই এখন আমায় ছেড়ে
ভুলে গেছে এই জগত যেমন
আমিও বিদায় দিলাম তেমন।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় নির্যাতন: সমগ্রমানবজাতির জন্য একটি ক্রমবর্ধমান সংকট

বিভিন্ন উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলেন ধর্মীয় কারণে কোন ব্যক্তির বৈষম্যের শিকার হওয়াটা গ্রহণীয় নয়। কেননা তা মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। বিশ্ব দরিদ্র দিবসেও বিশ্বের কাছে তাঁর আবেদনে কোন তারতম্য ঘটেনি। বিশ্বজুড়ে বিধ্বংসী সংঘর্ষের মধ্যে যারা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত পোপ মহোদয় ১৭ নভেম্বর আবারও তাঁর আবেদন পুর্নব্যক্ত করেছেন। বর্তমান সময়েও শত সহস্র মানুষ তাদের বিশ্বাস অনুশীলন করার কারণে বৈষম্য, সহিংসতা ও মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন: পোপীয় দাতা সংস্থা চার্চ ইন নীড বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি মনিটরিং করে। সংস্থাটি জানায়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৬০ মিলিয়ন খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রচণ্ডভাবে ধর্মীয় নির্যাতনের মুখোমুখি হন। এ নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে সহিংসতা, কারাবাস, স্থানচ্যুতি এবং পদ্ধতিগত বৈষম্য। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন সংস্থার ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক রিপোর্ট জোর দিয়ে প্রকাশ করে যে, বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে সেসকল দেশগুলোতে যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা দারুণভাবে সীমিত বা যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই।

নাইজেরিয়া ও ইণ্ডিয়াতে খ্রিস্টানদের নির্যাতন: বিশ্বাসের কারণে যেসকল দেশগুলোতে খ্রিস্টানেরা বেশি নির্যাতিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো নাইজেরিয়া ও ইণ্ডিয়া। নাইজেরিয়াতে ইসলামী উগ্রপন্থীরা খ্রিস্টানদেরকে টার্গেট করে অপহরণ ও খুন অব্যাহত রেখেছে। কখনো কখনো গির্জাও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। একইভাবে ইণ্ডিয়ায়, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলো হিন্দু সেখানে খ্রিস্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী শত্রুতার সন্মুখীন হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য: মধ্যপ্রাচ্য কয়েক দশক ধরেই সহিংসতার আবাসভূমি বলে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এ অঞ্চলে দ্বন্দ্ব ও নির্যাতন খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে শেষ করে ফেলছে। সিরিয়া ও ইরাকে, বছরের পর বছর ধরে চলা যুদ্ধ এবং তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীর হুমকি লক্ষাধিক মানুষকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ওপেন ডোর ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবেদন করেছে যে, পালিয়ে যেতে বাধ্য জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ ঘরে ফিরে আসতে সক্ষম হলেও পরে তারা তাদের জীবনকে পরিচালনা করতে বিভিন্ন ঝুঁকির সন্মুখীন হন।

মণ্ডলীর ভূমিকা: পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পোপীয় শাসনামলের এখনও পর্যন্ত পুরোটা সময় জুড়েই বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত খ্রিস্টানদের সাথে একাত্ম হয়েছেন ও প্রার্থনা করেছেন। চ্যালেঞ্জের মুখে সংগ্রাম-সংঘর্ষ মোকাবেলা করতে বিশ্বাসীদের সচেতন করতে ও বিশ্বাসীসমাজকে পুর্নগঠিত হতে চার্চ ইন নীড ও ওপেন ডোর নামে সংস্থাগুলো নিরলসভাবে আর্থিক সাহায্য দান করে চলেছে। বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত খ্রিস্টানদের তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে চার্চ ইন নীড জোর দিয়ে বলেন, 'যখন খ্রিস্টদেহের একটি অংশ কষ্ট পায়, তখন আমরা সকলে কষ্ট পাই'। কিন্তু খ্রিস্টধর্মই নির্যাতিত, তা নয়। এটি একটি বৈশ্বিক ইস্যু যা সকল ধর্ম ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানবতাকে প্রভাবিত করে।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা: মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গারা হলো সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যাদের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রায়ই প্রার্থনা করেন। মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গারা অনেক দশক ধরেই পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংস প্রচারণা চালায় তখন অবস্থা চরম খারাপের দিকে যায়। অনেকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলো রোহিঙ্গাদের হত্যা, তাদের উপর যৌন সহিংসতা ও তাদের গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়াকে জাতিগত নির্মূল হিসাবে বিবেচনা করে। আন্তর্জাতিক নিন্দা থাকা সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব, শিক্ষা এবং বিশ্বাস অনুশীলনের মৌলিক অধিকারগুলো অস্বীকার করা হয়। সহিংসতার অবিরাম হুমকি মোকাবেলা করেও রোহিঙ্গারা খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তার সীমিত প্রবেশাধিকারসহ জনাকীর্ণ শরণার্থী শিবিরে বসবাস চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ধর্মীয় নির্যাতন সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে নির্মম ও নৃশংস তথাপি অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও চরমপন্থী সরকার দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। আফগানিস্তানেও হিন্দু ও শিখেরা নির্যাতনের শিকার।

পোপ ফ্রান্সিসের পরিচালনায় মণ্ডলী সর্বদা দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয় ধর্মীয় স্বাধীনতায়। যারা অন্যায়-অবিচারের শিকার তিনি তাদের সাথে একাত্ম হোন। কেননা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করেন ও আমাদেরকে বিশ্বাস করতে আহ্বান করেন 'আমরা সকলে একই মানব পরিবারের সদস্য'।

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

আগ্নেশ ভবন, রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ডাকঘর ঃ রাঙ্গামাটিয়া-১৭২০, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
স্থাপিত ঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজিঃ নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ
মোবাইলঃ ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

এতদ্বারা রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৮ অক্টোবর' ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের **৪র্থ মাসিক সভার** সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **০৩ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার সকাল **০৮ঃ৩০ ঘটিকা হতে ৪ঃ৩০ ঘটিকা** পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিজস্ব কার্যালয়ে (আগ্নেশ ভবনে) সমিতির **বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৫** অনুষ্ঠিত হবে। অত্র সমিতির উপ-আইনের ৪৯ নং ধারা মোতাবেক ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী, ১জন ম্যানেজার, ১জন কোষাধ্যক্ষ ও ৭জন সদস্য নিয়ে ১২সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকমন্ডলী, উপ-আইনের ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী ৩সদস্য বিশিষ্ট ঋণদান পরিষদ এবং ৪৪ নং ধারা অনুযায়ী ৩ সদস্য বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ পরিষদ নিয়ে মোট ১৮ (আঠারো) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচীঃ

১. ব্যবস্থাপনা পরিষদ, ঋণদান পরিষদ এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের নির্বাচন।
সংযুক্ত ঃ উক্ত নিবার্চনের জন্য প্রণীত খসড়া ভোটার তালিকা এদতসংগে প্রকাশ করা হলো। অত্র খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিষদকে লিখিতভাবে জানতে হবে। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

ধন্যবাদান্তে,

Rosario

হিল্টন রোজারিও
সেক্রেটারী
আরসিসিসিইউলিঃ

সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রদান করা হলঃ
১। সকল সদস্য/সদস্যা রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
২। জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর।
৩। উপজেলা সমবায় অফিসার।
৪। নোটিশ বোর্ড।
৫। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।
৬। অফিস কপি।

বিজ্ঞ/১১২/২৪

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ফাদার নোবেল পাথাং: গত ১৩-১৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ঝলঝলিয়া ধর্মপল্লীতে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নভেম্বর, বিকেল ৫টায় শোভাযাত্রা ও সন্ধ্যা ৬টায় প্রার্থনা এবং বাইবেল পাঠের মধ্যদিয়ে যাজকদের সাধারণ আলোচনাসভা শুরু হয়। সকল যাজকের অংশগ্রহণে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের নতুন কার্যপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরাতন কার্যপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন ফাদার জয়ন্ত রাকসাম এবং সহ-সভাপতি ফাদার প্রবেশ রাংসা, কোষাধ্যক্ষ ফাদার কল্যাণ রেংচেং, সম্পাদক ফাদার ডেনিশ দারু, সহ-সম্পাদক ফাদার ইলিয়েন মাংসাং। পরদিন ১৪ নভেম্বর সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং এবং সঙ্গে ছিলেন স্বাগতিক ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত রাকসাম এবং ফাদার বিপিন নকরেকসহ অন্যান্য যাজকগণ। সকাল ১০:৩০ মিনিটে সাধারণ মতবিনিময় সভা উদ্বোধন অনুষ্ঠান এবং ঝলঝলিয়া ধর্মপল্লীর ভাইস-চেয়ারম্যান রঞ্জিত রুগা-এর স্বাগতিক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সাধারণ মতবিনিময় সভা আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফাদার বাইওলেন সম্মেলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরপর ফাদার কল্যাণ রেংচেং মতবিনিময় সভার মূলসুর "ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের প্রেক্ষাপটে প্রার্থনা বর্ষ"-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের একজন মন্সিনিয়রসহ ৩০জন যাজক এবং উল্লেখ্য সংখ্যক সাধারণ খ্রিস্টভক্তজনগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী সভাপতি ফাদার বিপিন নকরেক-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে বার্ষিক সম্মেলনটির সমাপ্তি ঘটে।

সেন্ট খ্রিষ্টিনা ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১ নভেম্বর শুক্রবার সেন্ট খ্রিষ্টিনা ধর্মপল্লীতে ১৩জন ভাই-বোনকে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। সকাল ৯ টায় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, তিনি তার উপদেশ বাণীতে ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বলেন, আজ তোমরা হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে পূর্ণভাবে লাভ করে খ্রিস্টের শিষ্য, সেনা আর সাক্ষী হয়ে উঠতে যাচ্ছ। একই সাথে এই সাক্রামেন্তের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে তোমরা পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করতে যাচ্ছ। তোমাদের দায়িত্ব হলো সর্বদা পবিত্র থেকে খ্রিস্টের আদর্শ, নীতি- নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আলোকে জীবন-যাপন করা। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ হস্তার্পণ প্রার্থীদের শুভেচ্ছা ও সকলকে ধন্যবাদ জানান। অতপর প্রার্থীদের কার্ড, উপহার সামগ্রী ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সাতক্ষীরায় বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেমিনার অনুষ্ঠিত

ফাদার নরেন জে বৈদ্য: গত ৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খুলনা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীতে বর্ণিল আয়োজনে 'এসো ন্যায় ও শান্তিতে একসাথে পথ চলি' শীর্ষক মূলসুরের উপর বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় মা মারীয়ার গ্রটোর সামনে বৃক্ষ রোপন করার পর শোভা যাত্রা সহকারে সবাই গির্জাঘরে সমবেত হয় খ্রিস্টযাগের জন্য। ফাদার জেমস মন্ডল ও ফাদার নরেন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর বক্তাগণ ও অতিথীগণকে বরণ নৃত্যে ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। অত:পর সেমিনারে সহভাগিতা করেন, আলবিনো নাথ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা - "সুরক্ষা নীতি" বিষয়ে। "প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা"- ফাদার জেমস মন্ডল, খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারী এবং পালক পুরোহিত ফাদার নরেন জে বৈদ্য।

ফাদার বলেন, বিশ্ব প্রকৃতির যত্ন করতে বাইবেলীয় তাগিদ রয়েছে আদিপুস্তক ১:৩১,২:১৫ পদে, যেন আমরা পৃথিবী নামক বাগানটি চাষ করি, রক্ষণাবেক্ষণ করি। আসুন বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবেশ গড়ি। আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক একই সুর 'আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর থাকি'। মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, সেমিনারে ৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

গোল্লা ধর্মপল্লীতে গ্রামভিত্তিক প্রার্থনাবর্ষ - ২০২৪ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রার্থনা বর্ষ - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের গির্জা, গোল্লা ধর্মপল্লীতে প্রতিটি গ্রামভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বেথানী আশ্রমে সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতিটি গ্রাম থেকে ছোট দলে ৫০ জন খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে বিকালে দুই ঘন্টাব্যাপী প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। ধর্মপল্লীর স্থানীয় পালকীর দল (LPT) - এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি প্রার্থনা অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। 'প্রার্থনা ও বিশ্বাস' এই দুটি মূলভাবের উপর ভিত্তি করে দিন অনুসারে দুইজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সহভাগিতা রাখেন। সহভাগিতার পর প্রার্থনা ও বিশ্বাসের বিষয়ে খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া হয়। সাক্ষ্যবাণীর পর সকলের জন্য দিন অনুসারে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও সহকারী পাল-পুরোহিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লীর প্রায় ৩০০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে। জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতিতে প্রার্থনা বর্ষের এই অনুষ্ঠান সকলকে প্রার্থনা ও বিশ্বাসের জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করতে সহায়তা করেছে এবং নতুন উদ্যমে প্রার্থনা ও বিশ্বাসের জীবনে রূপান্তর আনয়ন করেছে।

বাগেরহাট জেলায় ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক আন্তঃধর্মীয় সেমিনার

সিস্টার মিতু গমেজ আরএনডিএম: "জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা" এই মূলসুরের আলোকে ফাতেমা রাণী ধর্মপল্লী, বাগেরহাট, খুলনা ধর্মপ্রদেশে গত ০৮ নভেম্বর ২০২৪ খিস্টবর্ষে রোজ শুক্রবার বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন- সিবিসিবি এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সহযোগিতায় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতিনিধি, ফাদার, সিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, যুবক-যুবতী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ মোট ৭০জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সিস্টার সিম্মি পালমা আরএনডিএম উদ্বোধন প্রার্থনা পরিচালনা করেন এবং পাল-পুরোহিত ফাদার ডমিনিক হালদার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়- জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা: চ্যালেঞ্জ, কারণ ও করনীয় এই বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কর্মকর্তা মিসেস শিউলী কস্তা সহভাগিতা করেন- সুরক্ষা সেবাকাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত সুফল সম্পর্কে। সিস্টার মিতু লূর্দমেরী গমেজ আরএনডিএম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে বুলিং ও র‍্যাগিং এর মতো সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নীতিমালা-২০২৩ আলোকপাত করেন। সেমিনারটি সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সাধু যোসেফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার সুকৃতি গ্রেগরী আরএনডিম ও সিস্টার সুপর্ণা এসএমএসএম। লাউদাতো সি মুভমেন্ট বাংলাদেশ কর্মসূচি হিসাবে মারীয়া পল্লীর প্রত্যেকটি পরিবারে, মাঠে, ভৈরব নদীর ধারে ও উন্মুক্ত আঙ্গিনায় গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা রাখতে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা হয়। পরিশেষে, উন্মুক্ত আলোচনা-সহভাগিতা ও পাল-পুরোহিত ফাদার ডমিনিক হালদারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত হয়।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রতিপালিকার পর্ব উদ্‌যাপন এবং উপাসনা বিষয়ক সেমিনার

রিপোর্ট -১

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও: গত ১১ অক্টোবর শুক্রবার পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লী, তেজগাঁও এর পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। এ দিন সকাল ৬টা এবং সকাল ৯ টায় দুটি পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। সকাল ৬ টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ এবং সকাল ৯ টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার তপন ডি রোজারিও। দুটি খ্রিস্টযাগেই উপদেশ রাখেন ফাদার তপন ডি রোজারিও। উপদেশে ফাদার, মা মারীয়ার ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন গুণাবলী, মা মারীয়ার পর্ব পালনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। দুটি খ্রিস্টযাগেই খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতি অনেক ছিল। খ্রিস্টযাগের পরে সবার মাঝে আশীর্বাদিত মা মারীয়ার কার্ড ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

রিপোর্ট -২

গত ১৮ অক্টোবর তেজগাঁও ধর্মপল্লী উপাসনা বিষয়ক সেমিনার হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের সহায়তায় সেমিনারটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ উপাসনা কমিশনের সচিব ফাদার পিটার শ্যানেল রোজারিও। এই সেমিনারে ধর্মপল্লীর উপাসনার সাথে যারা বিভিন্ন ভাবে যুক্ত (লেকটর, একোলাইট এবং গানের দলের সদস্য) অন্যান্যরা সর্বমোট ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতেই প্রার্থনা পরিচালনা করেন সহকারী পাল-পুরোহিত। এরপরে পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্যে সবাইকে এই সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য স্বাগতম জানান। সেমিনারে ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে পুণ্য উপাসনার বিভিন্ন দিক সহভাগিতা করেন। উপাসনায় পাঠকদের ভূমিকা, খ্রিস্টভক্তদের উপাসনায় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা, গান ও গানের দলের ভূমিকা সহভাগিতা করেন। সেমিনারে নতুন পাঠকদের উপাসনায় পাঠ করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। শেষে সবার জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

DIVINE MERCY HOSPITAL LTD.

Mothbari, Ulokhola, Nagori, Kaligonj, Gazipur, Bangladesh
of The Christian Co-Operative Credit Union Ltd,Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban,173/1/A East Tejturi Bazer,Tejgaon, Dhaka-1215

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/ডিএমাইচ/এইচআর/২০২৩-২০২৪/১৮৪৫ তারিখঃ ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জরুরি ভিত্তিতে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ-এ **"ফিল্ড অফিসার - মার্কেটিং"** পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নামঃ **ফিল্ড অফিসার - মার্কেটিং**

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১. হাসপাতাল এবং ল্যাবের বিভিন্ন মার্কেটিং কার্যক্রম নিজ নিজ কর্ম এলাকায় পরিচালনা করা।
২. নতুন ক্লায়েন্টদের সাথে সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৩. হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং এলাকায় সুনাম বৃদ্ধি করা।
৪. বাজার গবেষণা করা এবং সেই অনুযায়ী কৌশল উন্নয়ন করা।
৫. হাসপাতালের মার্কেটিং পরিকল্পনা এবং বাজেট নির্ধারণে সহায়তা করা।

অন্যান্য শর্তাবলীঃ

- শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নূন্যতম এস. এস. সি পাশ।
- অভিজ্ঞতাঃ মার্কেটিং -এ কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
- ভদ্র এবং মার্জিত হতে হবে।
- বয়সঃ ১৮-৩০ বছর। নারী এবং পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবে।
- বেতনঃ আলোচনা সাপেক্ষে। টার্গেট পূরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হলে কমিশনের ব্যবস্থা থাকবে।
- **কর্ম এলাকা ১ঃ** গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, ঘোড়াশাল, মদনপুর নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কাঁচপুর ভুলতা-গাউছিয়া, বাড্ডা, জয়দেবপুর, গুলশান, নদ্দা, বসুন্ধারা আবাসিক এলাকা, খিলক্ষেত, উত্তরা, দক্ষিণখান, উত্তরখান, টংগী এবং অন্যান্য এলাকা।
- **কর্ম এলাকা ২ঃ** নাগরী, তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, দড়িপাড়া, ভাদুন, পাগাড়, মাউসাইদ, হারবাইদ।

আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পদের নাম উল্লেখসহ আগামী **১ ডিসেম্বর, ২০২৪** তারিখের মধ্যে সিভি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ঃ

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল, মঠবাড়ি, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
অথবা
ই-মেইল করুনঃ hrd@divinemercyhospital.com

রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও
প্রশাসনিক পরিচালক
ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ

বিজ্ঞ/১৮৯/২৪

গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান "সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার" এর পর্বে সকলকে আমন্ত্রণ

গোল্লা ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান "সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার"-এর পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বীর খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন, নব অভিষিক্ত সহকারী বিশপ পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পার্বণে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং পর্বকর্তা হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পর্বের পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/- টাকা। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের আনন্দকে পূর্ণতা দিবে। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার আমাদের সবাইকে তাঁর আশিস দানে ভূষিত করুন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ
২৭ নভেম্বর হতে ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম খ্রিস্টযাগ- সকাল ০৬:৩০ মিনিট
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ- বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার
প্রথম খ্রিস্টযাগ- সকাল ০৬:৩০ মিনিট
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ- সকাল ০৯:৩০ মিনিট।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, পাল-পুরোহিত,
ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, সহকারী পাল-পুরোহিত,
সিস্টারগণ, পালকিয় পরিষদ এবং
গোল্লা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ।

যোগাযোগ- ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, পাল-পুরোহিত, গোল্লা ধর্মপল্লী। মোবাইল নং- ০১৭১৮-৪৮৮৫৭৬
ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, সহকারী পাল-পুরোহিত, গোল্লা ধর্মপল্লী। মোবাইল নং- ০১৮৩৪-১৭৯৪২৮।

বিজ্ঞ/১৮৮/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

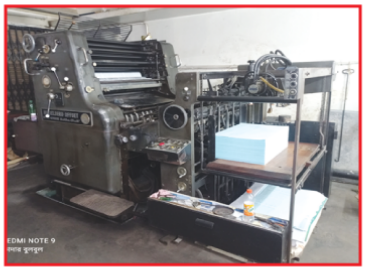

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

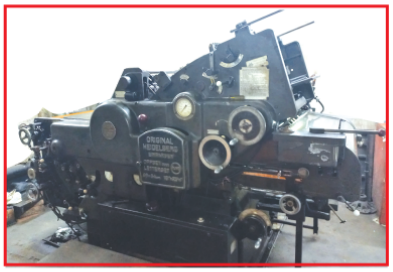

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৪২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 42
Regd. No. DA-33
❖ 24 - 30 November, 2024, ৯ - ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org